CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 December 2021 ■ আগরতলা ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১০ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৫-১৮ বছরের শিশুদের দেওয়া হবে করোনা টিকা জাতির উদ্দেশে ভাষণে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। ওমিক্রন আতঙ্কের মাঝেই বড়দিনের রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শনিবার রাতে আচমকা জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন ১৫ বছর থেকে ১৮ বছরের শিশুদেরও করোনা টিকা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নয়া বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে করোনা টিকা প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, সতর্কতামূলক ডোজ পাবেন যাটোর্ধ স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনাযোদ্ধারা। ১০ জানুয়ারি থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শের ভিত্তিতে যাটোর্ধদের জন্য করোনার প্রিকশন ডোজ চালু হবে।

শনিবার রাত ৯ টা ৩১ মিনিট নাগাদ আচমকাই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে টুইট করে জানান হয়, ১৫ মিনিটের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। সেই মত এদিন নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াইয়ের এখনও পর্যন্ত অভিজ্ঞতা বলছে, সব নিয়ম মেনে চলাই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার। আরেকটা উপায় হল টিকাকরণ। আমাদের দেশও বহুদিন আগে থেকে ভ্যাকসিন তৈরির কাজ করেছে। দেশের মানুষের কারণেই করোনা টিকার ১৪৫ কোটি টিকা প্রদান করেছে ভারত। প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে ৬১ শতাংশ মানুষ করোনা টিকার দুটি ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। ১৮ বছরের উর্ধে ৯১ শতাংশ মানুষ করোনা টিকার কমপক্ষে টিকার একটি ডোজ পেয়ে গিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা জানি, করোনা এখনও যায়নি। সেই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ এবং দেশবাসীকে সুরক্ষিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দিন উপলক্ষে আগরতলার কাছে মরিয়মনগর গির্জায় খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ প্রার্থনা সভায় মিলিত হয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

২৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগারসহ ধর্মনগর স্টেশনে গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ত্রিপুরা পুলিশ আবারও বড়সর সাফল্য পেয়েছে। ধর্মনগর রেল স্টেশনে ব্রাউন সুগার সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা হবে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর রেল স্টেশন চত্বরে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। অসমের পাথারকান্দির বাসিন্দা আব্দুল শুক্কুর(৩৮) এবং মনোজ তেলেঙ্গার(২০) জিনিসপত্র তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে ১৬টি সাবানের কৌটা উদ্ধার হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রত্যকটি সাবানের কৌটায় ব্রাউন সুগার রাখা ছিল। তাতে, আনুমানিক প্রায় ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, ওই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্রাউন সুগার পাচার চক্রের কান্ডারীদের জালে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে।

মায়েদের প্রচেষ্টা থাকলে ছেলেমেয়েদের নেশা থেকে দূরে রাখা যায়, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। নেশামুক্ত হতে কোন সংশোধনাগারে যেতে হয়না। মায়েদের প্রচেষ্টা থাকলে ছেলেমেয়েদের নেশা থেকে দূরে রাখা যায়। আজ আগরতলা প্রান্তিক ক্লাবের ৫ দিনব্যাপী প্রান্তিক উৎসব-২০২১'র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথাগুলি বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, পূর্বোদয়া সমাজিক সংস্থার সম্পাদক নিতি দেব সহ অন্যান্যগণ।

প্রান্তিক উৎসব-২০২১'র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, নেশা পরিবার ও সমাজকে ধংস করছে। যুব সমাজকে এই সর্বনাশা পথ থেকে মুক্ত রাখতে পারেন মহিলারা। মহিলারা পারেন নেশামুক্ত সমাজ গড়তে। তিনি বলেন, নেশার হাত থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতি তাড়াতে গ্রামবাসীদের হাতে দেয়া হবে বাজি-পটকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়ার মতো কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাও বন্য হাতির তান্ডবে বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। একটি করিডোর কে অবাধ যাতায়াতের পথ বানিয়ে বন্য হাতির দল গ্রামবাসীদের বাড়িঘরে যেমন হামলা চালাচ্ছে তেমনি কৃষকদের কষ্টার্জিত ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

শনিবার হাতির তান্ডবে আক্রান্ত দক্ষিণ ঘিলাতলীর ভূমিহীন কলোনী পরিদর্শন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তার সাথে ছিলেন কল্যাণপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার রত্নজিৎ চাকমা সহ বন দপ্তর এর উচ্চ পদস্থ অফিসাররা। গ্রাম বাসীদের সাথে বিধায়ক সহ বন দপ্তর এর বৈঠক হয়। বৈঠকে হাতির আক্রমণ ঠেকাতে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়। যেমন গ্রাম বাসীদের টর্চ লাইট দেওয়া, রাস্তায় লাইট লাগানো, গ্রামবাসীদের হাতে বাজি পটকা তুলে দেওয়া ইত্যাদি।

আমবাসায় আজাদি কা অমৃত মহোৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। শনিবার ধলাই জেলার আমবাসায় শুরু হয়েছে দুইদিনের আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। এই উৎসবকে সামনে রেখে গোটা আমবাসা মহকুমায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে। এদিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, পররাষ্ট্র বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং, যোগাযোগ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবোশিষ চৌধুরী সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য ও বিধায়ক এবং সাংসদ। এদিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বামের পতন হয়ে রাম আসলেও একাংশ গাড়ির চালকের দাদাগিরি এখনো থামেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। বামের পতন হয়ে রাম আসলেও একাংশ গাড়ির চালকের দাদাগিরির এখনো থামতি নেই। বাম আমলে বাম সরকারের শ্রমিক সংগঠনের একাংশ গাড়ির চালক থেকে শুরু করে উক্ত সংগঠনের একাংশ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মানুষকে হয়রানির নানান অভিযোগ উঠতো। তবে দীর্ঘ ২৫ বছরের বামের পতন ঘটিয়ে রাজ্যে রাম আমল আসলেও একাংশ শ্রমিকের দাদাগিরি এখনো কমেনি। বাঁধারঘাট রামঠাকুর কলেজের কিছু ছাত্র ছাত্রীরা কলেজে যাওয়ার জন্য বিশালগড় চৌমুহনি থেকে উদয়পুর এর বাস গাড়িতে উঠে ।

ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ এদিন তারা বাস গাড়িতে উঠলে বাসের চালক, এমনকি বাসের কন্টাক্টর ছাত্র ছাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। ছাত্র ছাত্রীদের আরো অভিযোগ বিশালগড় থেকে রামঠাকুর কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা কলেজে গেলে তাদের থেকে ভাড়া রাখা হতো ১৫ টাকা।তাদের বক্তব্য কলেজ ড্রেস থাকলে বাস গাড়ির কন্টাক্টর তাদের থেকে ১৫ টাকাই রাখতো। কিন্তু বেশ কয়েকমাস ধরে দক্ষিণগামী বাসগুলি কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার করে ২০ টাকা ভাড়া রাখে। ছাত্রদের বক্তব্য দক্ষিণগামী বাসগুলোর চালক এবং কন্টাক্টর কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে প্রায় সময়ই দুর্ব্যবহার করে। অভিযোগ দক্ষিণগামী বাসগুলো আগরতলা যাওয়ার সময় বাঁধারঘাট রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গেলেও আসার সময় বাঁধারঘাট থেকে রামঠাকুর কলেজে পড়ুয়া বিশালগড়ের ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষিণগামী বাসগুলো বিশালগড় নিয়ে আসে না। বরং ছাত্র ছাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

অন্যদিকে ছাত্র ছাত্রীদের আরো অভিযোগ বিশালগড়ের ম্যাজিক, কমান্ডার সহ অন্যান্য ছোট গাড়িগুলি কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া বেশি রাখে। যদিও শুক্রবার স্থানীয় সাংবাদিকরা গেলে ছোট গাড়ির অন্যদিকে ম্যাজিক গাড়ির চালকের দাদাগিরিও দেখা যায় বিশালগড় চৌমুহনীতে। এদিন উদয়পুর থেকে আসা বাসগুলিকে দাড়াতে দিচ্ছে না চৌমুহনীতে। যার ফলে সাধারন যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এক কথায় বলা যায় বাম গিয়ে রাম আসলেও একাংশ গাড়ির শ্রমিকের দাদাগিরি এখনো কমেনি।

মধুপুরে দুই জওয়ানকে গুলিতে খতম করার রেশ কাটতে না কাটতেই

ফের হিংসার উন্মত্ততা, এবার গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পে জওয়ানকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ ডিসেম্বর।। আবারও টিএসাআর ক্যাম্পে রক্তারক্তি কান্ড। এবারে গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পে। সহকর্মীরা এক জওয়ানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশালগড় থানায় নিহত জওয়ানের স্ত্রী অভিযোগ করেছেন। যদিও ব্যাটেলিয়ানের একাংশ জওয়ানের বক্তব্য নিছক দূর্ঘটনায় ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, গোকুলনগর টি এস আর হেডকোয়ার্টারের জওয়ান শংকর দেবনাথকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ নিয়ে বিশালগড় থানায় মামলা করলেন নিহতের স্ত্রী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ গোকুলনগর টিএসআর হেডকোয়ার্টার থেকে তাদের এম্বুলেন্স করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় জওয়ান শংকর দেবনাথকে। এমন সময় স্থানীয় সংবাদ কর্মীরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে জানতে গেলে পুরো ঘটনা সংবাদকর্মীকে এড়িয়ে যান। জওয়ানদের একাংশের দাবি জলের ট্যাংকি থেকে জল আনতে গিয়ে পিচ্ছিল খেয়ে পরে মাথা ফেটে যায়। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় হাপানিয়া টিএমসি হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। জিবি হাসপাতালে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে টি এস আর জওয়ান শঙ্কর দেবনাথ এর মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময় উনার সহকর্মীরা মৃতার পরিবারের লোকজনকে খবর পাঠায়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ উনার সহকর্মীরা উনাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে সেই অভিযোগ নিয়ে শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ সাব্রুম নিজ বাড়িতে মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় বিশালগড় থানায় মামলা করেন মৃতার পরিবার।

এখানে উল্লেখ করা যায়, কিছুদিন পূর্বে মধুপুরে একটি টিএসআর ক্যাম্পে এক জওয়ান ছুটি না পেয়ে ক্যাম্পের মধ্যেই সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ে দুই জওয়ানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় ঘাতক জওয়ান অস্ত্রসহ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণও করেছিল। ওই ঘটনার পর রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। একের পর এক টিএসআর ক্যাম্পে এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার প্রেক্ষিতে জনমনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

৪ জানুয়ারী রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন করবেন বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা সফরে আসছেন। আগামী ৪ জানুয়ারী তিনি ত্রিপুরায় আসবেন। আগরতলায় এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের তিনি উদ্বোধন করবেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সংবাদ দিয়েছেন।

যীশু ক্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক মরিয়ম নগর গীর্জায় যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেন, প্রভু যীশুর জন্মদিনের শুভক্ষণে মরিয়মনগর গীর্জায় সিস্টার ম্যারি জন ব্যাপটিস্ট-র সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতীমা ভৌমিক।

শিক্ষক স্বল্পতায় ধুকছে বক্সনগরের দুপুরিয়াবান্দ উচ্চ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। শিক্ষাই সমাজের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।লাইনটি আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে খুবই পরিচিত।শিক্ষার মান উন্নয়নের সরকারি-বেসরকারি নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক রয়েছে।এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

এই উন্নয়নকে কলঙ্কিত করার জন্য কিছু শিক্ষক মহল ও কর্মচারীরা একেবারে উন্নয়নকে তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে।বক্সনগর ব্লক অধীনস্থ সমস্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের খামখেয়ালি সহ শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কিন্তু উর্দতন কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের চরম উদাসীনতার কারণে কোটি কোটি টাকার সম্পদ জলে যাচ্ছে। সরকারি অর্থ যেমন নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে শিক্ষার অভাবের সামাজিক অনুন্নয়ন দিন দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে পুলিশের গাঁজা বিরোধী অভিযানে জনজাতি প্রমিলা বাহিনীর প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে গিয়ে সফলতা অর্জন করল পুলিশ। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া নেতৃত্বে সফল পুলিশি অভিযানে প্রায় আড়াই হাজারের বেশি গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের কাছে খবর ছিল কল্যাণপুর থানাধীন বিভিন্ন জনজাতি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা চাষ চলছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী একযোগে কল্যাণপুর থানাধীন দেওয়ান সরদারপাড়া এবং অধুনিয়াতে গাজা বিরোধী অভিযানে অংশ নেয় এবং যথেষ্ট তৎপরতার সাথে প্রায় ২৫০০টি গাঁজা গাছ নষ্ট করে।

পুলিশি অভিযানে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরন জমাতিয়া ছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, ৭১বিএন সিআরপিএফের ইন্সপেক্টর রাহুল গোয়েল, কল্যাণপুর থানার পুলিশ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস সহ বিশাল সংখ্যক পুলিশ কর্মীরা। গাজা বিরোধী অভিযান সম্পর্কে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া বলেন নেশা বাণিজ্যের সাথে প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু জাতীয় অংশের মানুষজন গাঁজা চাষের মত্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো অবস্থাতে নেশা কারবারিদের সাথে আপোস করে না। আজ কল্যানপুর থানা এলাকার দুইটি সানে অভিযানে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা গাছ কাটা হয়। আগামী দিনে এইরকম নেশা বিরোধী অভিযান প্রায় প্রতিনিয়ত জারি থাকবে বলে এদিন দৃঢ়তার সাথে জানালেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। অভিযানের খবর চাউর হতেই গোটা কল্যাণপুর জুড়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

রাজ্যে রেগা ও আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ আনলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। এমজিএনরেগা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং বিদ্যুৎ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সহ রাজ্যের একাধিক সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি শনিবার দুপুরে সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বলেন, দীনদায়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা নিয়ে সম্প্রতি উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অভিযোগ নিম্নমানের কাজ হচ্ছে রাজ্যে।

ভোক্তাদের উপর আঘাত নেমে আসছে। বিদ্যুতের যখন-তখন চপলতা হচ্ছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তাতে দেখা গেছে মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। কারণ যে সংস্থার যোগ্যতা নেই, সে সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আরও মানুষের বাড়ি বাড়ি। এতে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ছে। তবে বিদ্যুতের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার বলে মনে করেন মানিক সরকার।

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

অভিযোগ সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিল পাহাড় সমান এসে পৌঁছাচ্ছে এ ধরনের পরিষেবা চলতে দেওয়া যায় না। সরকারের বিষয়গুলি তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা জন্য যে টাকা প্রদান করা হচ্ছে সেই টাকা অত্যন্ত কম। সে টাকা দিয়ে ঘর নির্মান করা যায় না। মানুষ এগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাই ঘর নির্মাণের জন্য যে অর্থ রাশি প্রদান করা হয় সেই অর্থরাশি যেন বাড়ানো হয় তার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। তিনি এদিন অভিযোগ তুলে আরো বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকার বেসরকারিকরণ করতে চাইছে। কিছু স্কুল বন্ধ করে দিতে চাইছে। কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই এর প্রতিবাদ জানান তিনি। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন পূবর্তন সরকারের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার কম জেনেও মহল্লায় মহল্লায় স্কুল গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেসব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৮১ ◻ ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◻ ১০ পৌষ ◻ রবিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিশু ও প্রবীনদের প্রতি দায়িত্বশীল

শিশু ও প্রবীনদের প্রতি দেশের সরকারের আরো দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও নাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। কেননা শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা না পায় দেশ উন্নত হইবে না। উন্নত দেশ গঠনের মূল মন্ত্র হলো মানবসম্পদ। মানবসম্পদ অন্যতম হইবে সমাজ ও রাষ্ট্র কোন দিনই উন্নত হইতে পারিবে না। প্রবীণরা সারাজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় পূজা। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রবীনদের প্রতি অবজ্ঞা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে না। প্রবীনদের অবদান কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না।স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন শিশুকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তেমনি প্রবীনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

জন্ম-মৃত্যু জীবনের নিয়ম। সভ্যসমাজ সন্তানের জন্মকে উদযাপনীয় গণ্য করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষা করে মানুষ। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও লালন করেন যে-নারী, এজন্য তাহার বিশেষ যত্ন ও মর্যাদা প্রাপ্য হয়। আমন্ত্রিত প্রিয়জনদের মিয়া একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। মানবশিশুর মুখে প্রথমবার সেই ভাত তুলিয়া দেওয়ার মুহূর্তটিও উদযাপনের বিষয় করিয়া নিই আমরা। সকলের প্রার্থনা থাকে, এই ছেলে বা মেয়েটি এইভাবে সারাজীবন তাহার প্রিয় সুখাদ্যগুলিই পাইবে। অন্নকষ্টের মতো কষ্ট নাই। এই শিশুটিকে কোনওদিন যেন সেই করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইতে না-হয়। বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয় তাহাদের। এইভাবে একটি মানুষ যৌবনে পা দেয়। তাহাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে উপনীত মানুষকে কর্মজীবন থেকেও অবসর নিতে হয়। অবসরগ্রহণের দিনটিও উদযাপনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীরা অবসৃত কর্মীর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেন। বিদায়সংবর্ধিত মানুষটি সেইদিন থেকে সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ নাগরিক নামে পরিচিত হন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পরবর্তী যে জীবনখণ্ড, সেটাই মূলত তাহার দেবার কাল বা কর্তব্যসম্পাদনের পর্ব। এই পর্বে মানুষকে কাজ করিতে হয় তাহার কর্মস্থলের জন্য। তাহার জন্য তিনি বেতন, পারিশ্রমিক কিংবা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। সেই টাকা নানাভাগে বণ্টিত হয়। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পরিবার প্রতিপালন, করপ্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য এবং বিবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালন। কর্মজীবনের এই অপরিমেয় কর্তব্য-দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে, অলিখিতভাবে, কিছু প্রাপ্য হয় মানুষের। যেমনপুত্র-কন্যাসহ পরিবারে যাহারা অনুজ থাকে, তাহারা প্রবীণদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেবে, তাহাদের যথাবিহিত সম্মান করিবে। কিন্তু বাস্তবে অতটা সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে হন না। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যাদের অবহেলাই পাথেয় হয় অনেকের। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কোনও কোনও কীর্তিমান নিগ্রহও করে। তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত বাড়ি থেকেই বাবা-মাকে বাহির করিয়া দেয় কোনও কোনও কুলাঙ্গার। এই পাপাচার বন্ধ করিতে আদালতকেই হস্তক্ষেপ করিতে হয় শেষমেশ। হাইকোর্টের ভর্ৎসনা এবং কঠিন সাজার মুখে পড়িয়া অনেক কুসন্তান বাধ্য হয় বাবা-মাকে বাড়ি ফিরাইয়া নিতে, তাহাদের প্রাপ্য যত্নআত্তি করিতে। শুধু সন্তান কিংবা পরিবারই নয়, প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব এড়াইয়া যায় রাষ্ট্রও। প্রবীণদের যে-ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্য, বিশেষ করিয়া ভারতে, তাহা দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ নাগরিকই পর্যাপ্ত পেনশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। অথচ, শেষজীবনে এই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পেনশন নেই অথবা নামমাত্র বলিলে নাগরিকরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেনব্যাঙ্কে কিংবা ডাকঘরে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে। এছাড়া কিছু অর্থ জমে পিএফ এবং পিপিএফ অ্যাকাউন্টে। অবসরের পর কেউ কিছু গ্র্যাচুইটিও পাইয়া থাকেন। মানুষের প্ল্যান থাকে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নতুন করিয়া কোনও স্বীকৃত বিশ্বস্ত ফান্ডে গচ্ছিত রাখিবেন। তাহার থেকে অর্জিত সুদের টাকায় তাহার বাকি জীবনটা যা-হোক করিয়া পার হইয়া যাইবে। সঞ্চয়ের উপর সুদের হার হ্রাসে সাত বছরে রেকর্ড করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার।। সঞ্চিত অর্থে প্রবীণদের সংসারখরচ নির্বাহ করা এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। এর বাইরেও কিছু সুবিধা পাইতেন তাহারা

সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী হোক বিশ্ব, সম্প্রীতি বজায় থাকুক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশবাসীকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে টুইট করে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বড়দিনে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। যীশু খ্রিস্ট যে মানবতার পথ দেখিয়েছিলেন তা স্মরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। চার দিকে সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে উঠুক, সবাই সুস্থ থাকুন।'

সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে যীশু খ্রীষ্টের জীবন এবং মহৎ শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেবা, দয়া এবং নম্রতাকে সকলের পাথেয় করা উচিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কামনা করেছেন, সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী হোক বিশ্ব। সম্প্রীতি বজায় থাকুক।

বড়দিনের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির, যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা মেনে চলার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সমস্ত দেশবাসীকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুধু ভারতই নয়, বিদেশের খ্রিস্টান ভাই ও বোনদের বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বড়দিনে রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানিয়েছেন, আসুন আমরা এমন একটি সমাজ গড়ার সংকল্প করি যা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। শনিবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন , 'দেশের নাগরিকদের, বিশেষ করে আমাদের খ্রিস্টান ভাই ও বোনদের, ভারত এবং বিদেশের সকলকে শুভ বড়দিন। এই আনন্দের উপলক্ষ্যে, আসুন আমরা এমন একটি সমাজ গড়ার সংকল্প করি যা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। আমাদের জীবনে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা মেনে চলি।'

দুই লক্ষ ছুঁইছুঁই কোভিড-সংক্রমণ, ৭৪৭ বেড়ে আমেরিকায় মৃত্যু ৮.৩৭-লক্ষাধিক

ওয়াশিংটন, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় আমেরিকায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, নিম্নমুখী মৃত্যুও। তবে, সেই সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৫৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। নতুন করে ১,৯৭,৮৫৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫২,৯৮৬,৩০৭ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

সার্স কোভ-২ এর একটি নতুন রূপ—ওমিক্রন

বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

২৪ নভেম্বর ২০২১-এ সার্স কোভ-২ এর একটি নতুন রূপ বি ১.১.৫২৯, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-কে জানানো হয়েছিল। এই নতুন রূপটি প্রথম ১১ নভেম্বর ২০২১ সালে বতসোয়ানায় এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগৃহীত নমুনাগুলিতে সনাক্ত করা হয়েছিল। এবং তারপরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে হংকং-এ আসা একজন ভ্রমণকারীর দেহে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের পরামর্শে ২৬ নভেম্বর ২০২১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওমিক্রনকে উদ্বেগের একটি বৈকল্পিক হিসাবে মনোনীত করে এবং ১ লা ডিসেম্বর, ২০২১ ওমিক্রনের প্রথম নিশ্চিত হওয়া মার্কিন কেস সনাক্ত করা হয়েছিল। এই ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টা সহ অন্যান্য রূপগুলিতে পাওয়া বিপুল সংখ্যক মিউটশনকে আশ্রয় করে এবং এটি দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। ওমিক্রন বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য তালিকায় ডেল্টা, আলফা, বিটা এবং গামার সঙ্গে যোগ হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইঙ্গিত দেয় যে এটি অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য এবং সম্ভাব্য প্রভাবশালী ডেল্টা রূপটিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্যগুলিও বোঝার চেষ্টা করছেন, যেমন এটি ভ্যাকসিনের দ্বারা উদ্ভূত ইমিউন প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারে কিনা এবং এটি অন্যান্য বৈকল্পিকগুলির তুলনায় কম বা বেশি গুরুতর রোগ সৃষ্টি করে কিনা। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের উইটওয়াটারসর‍্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইরোলজিস্ট পেনি মুর বলেছেন, ভ্যাকসিন এবং পূর্ববর্তী থেকে ইম্যুনিটি ঠেকানোর বৈকল্পিক সম্ভাবনার পরিমাপ করছে। টিকা দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পুনঃ সংক্রমণের এবং কেসগুলির কাহিনি রয়েছে তবে এই পর্যায়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। ওমিক্রন সম্পর্কেজানতে সিডিসি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য এবং শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, কারণ আমরা এটির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। সিডিসি মহামারি চলাকালীন সার্স কোভি-২ এর রূপগুলি ট্র্যাক করতে জিনোমিক নজরদারি ব্যবহার করছে। ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৮টি দেশে এই ভ্যারিয়েন্টটি বিস্তার লাভ করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এর দ্বারা সংক্রমিত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

এখনও এটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে যে ওমিক্রমন স্ট্রেনটি ইতিমধ্যেই সুপরিচিত রূপের তুলনায় মানুষেক আরও গুরুতরভাবে অসুস্থ করে তোলে, তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করেছে যে প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে এটি বিশ্বব্যাপী খুব বেশি ঝুঁকি তৈরি করেছে। হু-এর প্রধান ড. টেড্রোস আধানম ঘেরেইসাস বলেছেন যে এটি 'গুরুতর পরিণতি সহ বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভারতে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিস্তার ঃ- ১১ ডিসেম্বর শনিবার আপডেট করা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য যন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী এদিন মহারাষ্ট্রে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সাতটি নতুন কেস সনাক্ত করা হয়েছে। ইতিবাচক রোগীদের মধ্যে তিনজন মুম্বাইতে এবং চারজন পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে। তাদের মধ্যে চারটি সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে এবং একজন রোগী একটি বোজ পেয়েছে। একটি টিকা দেওয়া হয়নি এবং অন্যটি একটি সাড়ে ও তিনি বছর বয়সী শিশু টিকা দেওয়ার জন্য যোগ্য নয়। এছাড়াও রোগীদের মধ্যে চারজন উপসর্গহীন এবং তিনজন হালকা উপসর্গ প্রদর্শন করছেন। এখনও অবধি মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনের ১৭টি কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। এর সঙ্গে ভারতের নতুন রূপের সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২টি। ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ঃ- এখন একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন হল এটি কি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা হ্রাস করে? কারণ এতে অনেক পরিবর্তন রয়েছে। মুর বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জনসন অ্যান্ড জনসন, ফাইজার-বায়োটেক এবং অক্সফোর্ড -অ্যাস্ট্রোজেনেকা থেকে তিন ধরনের ভ্যাকসিনের যে কোনো একটিতে ব্যবহার করা লোকদের মধ্যে যুগান্তকারী সংক্রমণের খবর প্যায়া গেছে। হংকং-এর দুই কোয়ারেন্টাইনে থাকা ভ্রমণকারী যারা বৈকল্পিকের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছেন তাদের ফাইবার জ্যাব দিয়ে টিকা দেয়া হয়েছিল। একজন ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভ্রমণ করেছিলেন, অন্যজন হোটেল কোয়ারেন্টাইনিংয়ের সময় সংক্রমিত হয়েছিল। ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক মডার্নার সিইওকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল যে চালু ভ্যাকসিনগুলি ওমিক্রনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে কম কার্যকর হতে পারে কিন্তু যারা অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি/ অ্যাস্টেআরজেনেকা ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন তাদের সহ বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বর্তমান গবেষণাটি বৈকল্পিক পরীক্ষা থেকে বাস্তব তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এতে আরও দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত বছর ধরে নতুন রূপের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভ্যাকসিনগুলি গুরুত্বর রোগের বিরুদ্ধে খুব উচ্চ স্তরের সুরক্ষা প্রদান করে চলেছে এবং এখন ও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ নেই যে ওমিক্রন এর থেকে আলাদা। অ্যাস্ট্রোজেনেকা একটি আপডেট করা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্রুত বিকাশের জন্য আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। রাশিয়ার স্পুৎনিক ভ্যাকসিনের প্রযোজক ছাড়াও সমস্ত প্রধান পশ্চিম দেশগুলোর ভ্যাকসিন নির্মাতারা বলেছে যে তারা ইতিমধ্যেই কাজ করছে, বা কাজ করার জন্য প্রস্তুত, বিশেষভাবে নতুন বৈকল্পিকের জন্য তাদের ফর্মুলা তৈরি করে, যদি এটির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। ২৯শে নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিডেন এবং তার শীর্ষ চিকিৎসা নীতি উপদেষ্টা ড. অ্যান্টনি ফৌসি বলেছিলেন যে রূপটি আতঙ্কের কারণ নয়, তবে এটি উদ্বেগের কারণ। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিড কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়ে ২৯ নভেম্বর রাতে তার ভ্যাকসিন নির্দেশিকার জারি করেছে যাতে সুপারিশ করা যায় যে সমস্ত মার্কিন প্রাপ্তবয়স্করা একটি বুস্টার ডোজ পান। ওমিক্রনের আশঙ্কা কিছু ধনী দেশকে প্ররোচিত করেছে, যেমন ব্রিটিশ যুক্তারাজ্য কোভিড ভ্যাকসিন বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজকেত ত্বরান্বিত করতে। তবে এই ডোজগুলি এই রূপের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর হবে তা এখনও অস্পষ্ট।

এখন অনেক বলেছেন আগে এই ভ্যারিয়েন্ট আগেই অন্যত্র উপস্থিত ছিল কিনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বারা 'উদ্বেগের বিষয়' হিসাবে লেবেল করা নতুন করোনা ভাইরাস বৈকল্পিক, দক্ষিণ আফ্রকিায় প্রথম কেস সনাক্ত হওয়ার আগে নেদারল্যান্ডসে উপস্থিত ছিল। ডাচ স্বস্থ্য কর্তৃপক্ষ ১৯ নভেম্বর এটি সনাক্ত করেছে। যদিও এই লোকেরা দেশের বাইরে সংক্রমিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তারা অনুভব করছেন যে তাদের উন্নত জিনোমিক নজরদারি প্রোগ্রামের জন্য বৈকল্পিকটি সনাক্ত করেছে এবং অন্যান্য দেশগুলিকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সমক্ষম করেছে, কিন্তু এর ফলে ভ্রমণ নিয়েধাজ্ঞা হয়েছে যা দক্ষিণ আফ্রিকান দেশগুলিকে লক্ষ্য করেছে। একটি ভ্যারিয়েন্টের তীব্রতা মূল্যায়ন করার সময় প্রধান চ্যালেঞ্জ হল রোগের গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অনেকগুলি বিভ্রান্তিকর ভ্যারিয়েবলের জন্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিশেষ করে যখন প্রাদুর্ভাবগুলি ভৌগলিকভাবে স্থানীয়করণ করা হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চাই আরও আলাপের ভুবন

মুহম্মদ শাহাবুদ্দিন

মানুষে বড়ো। সত্যিই একা। বড়ো নিঃসঙ্গ এখন জ্ঞানী মানুষেরা। সমাজ সংস্কৃতির অস্থিরতায় সবাই কি বিচ্ছিন্ন? করোনাকাল কি তাদের আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছে? দুনিয়ার নানা প্রান্তে অনেক বাবছেন। অনেকে লিখছেন। অনেক কথা বলতে চাইছেন। সব কিছু একফলন তা সামাজিক সংঘচিন্তার যে ব্যক্তিরূপ প্রতিফলন তা সামাজিক সংঘদ্ধতার প্রকাসিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। সাহিত্যিক সমাজ, বিজ্ঞানী মহল, ইতিহাসকার চিন্তার আদাল প্রদানের বৈঠকে মিলিত হতে পারছেন না। ভার্চুয়াল উদ্যোগ রূপ দিচ্ছে দূরত্বে থাকা ভাবনার বলয়ের। নৈকট্য হারিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

সভ্যতার উন্নত চিন্তার বীজ বপন হয়েছে জ্ঞানী মানুষদেরই সম্মিলিত উদ্যোগে। ইতিহাসের যত প্রাচীন পর্বে যাইনা কেন, সেখানে দেখব লিপি ভাষার বিবর্তন যখন সর্বসাধারণের একটা বোধগম্য জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে তখন তা জ্ঞান বিস্তারেও সক্ষম হয়েছে। একান্ত বৈদিক ভাষা নির্ভর দর্মচর্চা এবং সমাজ পরিচালনার যে দৃষ্টিবঙ্গী বৈদিকরা গ্রহণ করেছিলতা যে সঠিক নয় সেটা কালপর্বে বোঝা গিয়েছিল। যে চর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয় না তা থেমে যেতে বাধ্য তাই বৈদিক ভাষাকে সংস্কার করে সংস্কতের চর্চা শুরু হয়েছিল। সেখানেও সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। সেখানেও সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকাব করা হয়েছে। এই সময় গৌতম বুদ্ধের পালিভাষায় প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। জেতবনে গৌতম বুদ্ধের কাছে দলে দলে সাধারণ মানুষ আসতেন শুধুই আটটি পথের সম্যক অনুধাবনের জন্য। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পার্ষদ শিষ্য মহাকাশ্য সারিপুত্ত, মৌদগল্যায়ন, অনুরুদ্ধ, সুভূতি, মহাকাত্যায়ন, উপলি প্রমুখেরা। আন্তরিক আবেগ, সুবোধ্য সুনিশ্চিত বাক্য তারা পেত এইসব জ্ঞানী মানুষেরক কাছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল বর্ণভেদ বিরোধী এক সমধর্মী সমাজ। যা ভারতবর্ষে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল বর্হিভারতে।

আড়াই হাজার বছর আগের কথা এথেন্সের পথে ঘাটে দার্শনিক মানুষেরা দলবব্ধ হয়ে ঘুরতেন। সবার সাথে কথা বলতেন। চলত কথোপকথন আর বিতর্ক। হঠাৎ একটা সমাধান। হাত তুলে তার আনন্দের প্রকাশ। অ্যারিস্টটল, জেনোফেন, প্লোটো, হোরোডোটাস। সবাই পথে হাটতেন, রোয়াকেত বসতেন। আগ্রহী নাগরিকদের আকর্ষণ করতেন। জুটে যেত সাধারণ নাগরিক, শ্রমিক মানুষ। তারা জানাতোই না যে তারা কিছু জানে না। এবার ও বাদ পড়ত না তাদের ডাক থেকে। সারা মধ্যযুগ জুড়ে শহরে শহরে ছিল শয়ে শয়ে ট্যাভারন বা পানশালা। এখানে মশগুল থাকত নিম্নবৃত্তির মানুষ থেকে বিদ্বত মানুষ। লন্ডন লিসকন আর্মাডা হয়ে প্যারিস বার্লিন পিটার্সবাগ সব আড্ডায় নাট্যকার কবি চিত্রকরদের গদ্রদমগমে সমাবেশ শতাব্দীর শেষদিকে ফ্রান্সের প্যারিস, বুর্জেস, লিঁয় শহরের ট্যাভার্নের চেয়ার টেবিলে সম্ভাব্য বিল্পবের তত্ত্ব নিয়ে তর্কের ঝড় উঠত। ভলতেয়ার মাঁপাসা সবাই এই অড্ডা আলোচনা বিতর্কের্র জড়ে চিন্তার নতুন নতুন দিশা খুঁজছেন। বিতর্ক নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। দূরত্ব সৃষ্টি করেনি।

সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ আমরা যাই বলি না কেন উন্নত সংস্কৃতি কখনও সাংস্কৃতিক কখনও সাংস্কৃতিক মেলামেশা, ভাবনার বিনিময়, পারস্পকি সংস্পর্শ, নিজেদের মধ্যে চর্চা ছাড়া বিকাশ লাভ করে না। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব একজনের মধ্যে থেকেই পরিস্ফুট হয়। সেটা তো তার ও সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ব্যক্তিরূপ প্রতিফলন। সাংস্কৃতিক বিকাশে তাই ব্যক্তি, সমাজ ও ব্যক্তিত্ব সবটাই সমান অর্থবহ। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের একটা আত্মমুখ থাকে। সমাজতত্ববিদ এলসওয়ার্থ ফ্যারিস এই ভাবেই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই আত্মমুখীনতাই সমাজমুখীনতায় মেশে। কথাটির জটিল ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলা যায় একজন মানুষ তার জীবনের চলার পথে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা দলের সাথে মিশতে চায়। সুতরাং মানুষ নানান গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সমাজ সংস্কৃতিকে নিজের করে নিতে চায়। এটাই তো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভূমি। এই প্রক্রিয়ার ভিভূমি হল সামাজিক সম্পর্ক। আমরা বখন নিজেরা মিলিমিশি তখন তো কোন না কোন ভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা ভাষার প্রতিনিধি, পরিবারের প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক ধারনার প্রতিনিধি, প্রেম বেদনা দুঃখ আনন্দের প্রতিনিধি, সংস্কৃতির প্রতিনিধি। মানুষ বাচে তার যোগ্যতা নিয়ে। তার পরিশীলিত আচরণ, সামাজিকতা, সৃজনশীলতা এগুলিকে মানুষ বরণ করে, ধারণ করে। সব মিলিয়ে এক গড়ে ওঠার চেষ্টা। এ হল একে ওপরে মিলেমিশে নিজেকে উন্নীত করার প্রয়াস। ইতিহাসের মোড়ক বোরয়ে আসে অনেক রত্নসভা। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় কেনা ছিলেন। ফতেপুর সিক্রিয় নব রত্নসভা আকবর আলোকিত করেছিলেন ধর্মমত নির্বিশেষে জ্ঞানী মানুষদের উপস্থিতি দিয়ে। সেকালের চেতনার আলো সঙ্গে করে এনেছে মুক্তির বার্তা। নবজাগরণের ভাবনা নিয়ে রামমোহন প্রথম বসালেন বিদ্বতজনের সভা।আরবী ফারসী বাংলাভাষার সে এক দূর্বার অনুশীলন। ব্রহ্ম সমাজের অঙ্গনে সমাজবিদ্যার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হত। আলাচনার প্রদীপের আলোয় আরও প্রদীপ জ্বলন দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রে হাতে। সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর জ্বালালেন বঙ্গীয় রেনেশাঁর উজ্জ্বলতম মশাল। তা জ্বালিয়ে তুললেন গুটিকয়েক মানুষকে নিয়ে। আমৃত্যু অল্পশক্তি নিয়েই তিনি প্রতিরোদেরক চেতনা জাগিয়ে তুললেন দর্পিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা সরবত বিদ্বত মানুষের সমাবেশ। সংবাদ প্রভাকরত্ত থেকে তত্ববোধিনী প্রত্রিকা ভারতবর্ষ সাময়িকী থেকে প্রবাসী, ১৮৩১ সালে শেখ আলিমুল্লা সম্পাদিত প্রথম মুসলিম সাময়িকপত্র সমাচার সভা রাজেন্দ্র থেকে ১৯২৮ সালের সওগাত, ১৯২০ সালের মোসলেম ভারত সর্বত্রই উৎসাহী উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব নতুন সমাজভাবনা নিয়ে জড়ো হয়েছেন। ১৯১১ সালে মুহাম্মদ শহীদুল্লা প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি হয়ে উঠেছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মিলনস্থল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিদ মানুষকে একত্র করে শিক্ষাতীর্থ রূপে গড়ে তুললেন শান্তি নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়। এখানে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খুঁজে আনলেন জ্ঞানতপস্বীদের। পরে তা হয়ে উঠল বিশ্বসংস্কৃতির অঙ্গন বিশ্বভারতী।

আমাদের গ্রাম সমাজে এক যুগে চণ্ডীমণ্ডপে আসর বসত। ধর্ম সংস্কৃতি, কথকথা পালাগানের কত আয়োজন। সেখান থেকে উঠে আসত গ্রাম সমাজের বিচার, বিধান। সামন্তযুগের হাওয়া মাখা সে যুগে কষ্ট ছিল, অভাব ছিল, ফাটল ভরা রুক্ষ জমির খরা ছিল, ছিল মেঘের ছাওয়া আকাশের নিচে বেদনাতুর বন্যা। আবার আনন্দও ছিল, সখ্যতা ছিল। মাটির কুটির ভরা গ্রামে তখন এক শান্ত জগত। এ পাড়ায় ও পাড়ায় যৌত পরিবারের মাধূর্য। আতিথেয়তা ছিল গভীর মর্যাদায় ভরা। মেয়েদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত হৃদ মাঝারে লালন করা সই পাতানোর আবেগ। কত কম বয়সে আশা স্বপের জাল বুনত তারা।

ভ্রুমে উপনিবেশিক শাসনের ধাক্কায় সমাজে পতনের ধ্বংস নামল। গ্রাম বিছি মানুষ হলো শহরমুখো। হারিয় গেল সে সব দিন। হারিয়ে গেল শান্তজীবনের ন কলরব। তখনও হারিয়েছি। এখনও হারাচ্ছি। ইতিহাসে সমাজের পালাবদলে দেখি চিন্তাবিদরাই চেতনাকে আলোকিত করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ কখনও একা থাকেননি। কেউ না কেউ কারও পরিপূরক হয়ে মিশেছেন। শ্রীসে প্লেটোর মুক্তভাবনা ও যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল আলোচনা এবং পরবর্তী সময়ে অ্যারিস্টলের ত্রমানুসারী পদক্ষেপ। আমাদের দেশেও রামমোহন বিদ্যাসাগরের সংস্কারী মুক্তমানের অনুসরণ ঘটেছিল অক্ষয় দত্ত প্রমুখ যুক্তিবাদী মানুষের দ্বারা। চিন্তা ভাবনা যুক্তি যদি শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে প্রবাহিত না হয় তবে তা বদ্ধ জলাশয়ের মতো হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত জ্ঞা ভাণারকে জর্জ বার্নাড শ বলতেন Dead Encyclopedia যেমন নদী তার আপন গতিতে চলে,তার সঙ্গে যুক্ত হয় বহুশাখা নদী, বিযুক্ত হয় বহু উপনদী। নদী যেমন শাখানদীর জলে পরিপুষ্ট হয় তেমনি উপনীর বিযুক্তিতে অভিত্ব সঞ্চারিত করে নানা মহলে। এমনি ভাবেই জ্ঞান এবং যুক্তি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্মিলন পরিপুষ্ট হয়ে সুন্দর হয় তথিষ্ঠ হয়। এই ভাবনা ভারতে নতুন নয়। সংস্কৃত সৃক্তি রত্নাবলীতে আমরা পেয়েছি "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তেন জ্ঞানিন তত্ব দক্ষিণ" অর্থাৎ প্রণাম এবং পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের দ্বারা শিষ্যগুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করে। আধেয় এবং আধারের নৈকট্য ছাড়া জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বজুড়ে এক সংকটময় কাল পার হয়ে চলেছিত্তআমরা। স্বাধিকার, জীবিকা, শিক্ষা সবেতেই লাগছে তার আঘাত। যারা দূরে আছেন, যারা সমাজের যন্ত্রণায় ব্যথিত হচ্ছে তাদের এক জায়গায় করা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানুষের অবক্ষয় সব বড় মানুষকেই ব্যথিত করে। তাদের সংগঠিত করা আজকের প্রজন্মের। বড় দায়িত্ব। শুধু দেশ জাতীয়তাবোধ ইতিহাস ঘেঁটে ভার্চুয়াল ফেসবুক আলোচনায় মানুষ কত সচেতন হবে। এ যুগে, এ সময়ে জ্ঞানী মানুষকে আমরা আরও কাছে পেতে চাই। তাদের আরও সক্রিয়তা চাই। চাই চেতনার মেলবন্ধন। বহুকাল পর্বজুড়ে অগ্রগতির ভাবনা অবচেতনের কুয়াশায় ঢাকা থাকে। পুরানো চেতনায় ঠাসা বনেদী বাক্সের নাটবল্টু পেরেক একটা একটা করে খুলতে হয় দীপ্ত চেতনার হাতুড়ি পিটিয়ে। সেই হাতুড়ি মারার বৈঠকে সবাইকে জড়ো করলে কাজ আমাদের সহজ হয় প্রচেষ্টায় যেমন আমরা অতীতকে আবিষ্কার করতে পারব তেমনি বর্তমানকে বুঝে নিয়ে ভবিষ্যতের পথরেখা আঁকতে পারব। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বিশ্বজুড়ে ভযার ঘর বাঁধা আছে। বাক স্বাধীনতা নিয়ে তা ব্যক্ত হোক সমগ্র সামাজিক সংকটের সমাধানে। হৃদয়ের বৈঠকখানা থেকে হৃদয়বৃত্তির আওয়াজ উঠুক। তবেই তো গড়ে উঠবে আলাপের নতুন তুবন। আমাদের এই অস্থির সময়ে সংকটের বাঁধ প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকালের স্বপ্নদেখার জন্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব

লুধিয়ানা বিস্ফোরণে অভিযুক্তের সঙ্গে ড্রাগ মাফিয়া ও খালিস্তানি যোগ ছিল : ডিজিপি

লুধিয়ানা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): লুধিয়ানার জেলা আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় খলিস্তানি গোষ্ঠীর 'ভূমিকা' দেখছে তদন্তকারী দল। বিস্ফোরণে অভিযুক্তের সঙ্গে বিদেশি সংস্থা, ড্রাগ মাফিয়া ও খালিস্তানি যোগ ছিল বলে জানিয়েছেন ডিজিপি সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে গগনদীপ সিং নামে পঞ্জাব পুলিশের এক বরখাস্ত কনস্টেবলের জড়িত থাকার তথ্য। কিন্তু লুধিয়ানার আদালতের বিস্ফোরণের ধরন দেখে খলিস্তানপন্থী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না পঞ্জাবের কিছু গোয়েন্দা আধিকারিক। শনিবার ডিজিপি জানিয়েছেন, গোয়েন্দা ও কেন্দ্রীয় সংস্থার সহায়তায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিস্ফোরণের ঘটনার প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেছে পঞ্জাব পুলিশ। সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি জানিয়েছেন, তিনি যখন পুলিশে যোগদান করেছিলেন, তখন সন্ত্রাসই ছিল একমাত্র চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এখন মাদক মাফিয়া, সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাস একটি বিপজ্জনক ককটেল এবং লুধিয়ানা বিস্ফোরণ তার একটি উদাহরণ। ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'এটি একটি বড় ঘটনা ছিল। আমরা ছেঁড়া কাপড়, মোবাইল সিম পেয়েছি। নিহতের সঙ্গে ছিল বিস্ফোরক। এটি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, এটাই সম্ভবত সত্য। বরখাস্ত পুলিশ কর্মী গগনদীপ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মারা যায়। ৩৮৫ গ্রাম হেরোইন রাখার জন্য ২০১৯ সালের আগস্টে তার নামে মামলা হয়েছিল। দুই বছর কারাগারে থাকার পর সে জামিন পায়।

বিজাপুর: নকশালদের প্রকাশিত পুস্তিকায় ৪৭৩৯ নকশালদের কথা প্রকাশ্যে

বিজাপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : নকশালদের যোদ্ধা সংগঠন পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)-র দু দশক পূর্তি উপলক্ষে চার পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। ২০০০ সালে নকশালরা পিএলজিএ গঠন করে এবং এটিকে গেরিলা রূপ দেওয়া, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত নকশালদের এই ইউনিটটি নিরাপত্তা বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে গেরিলা আক্রমণ করে চলেছে।

নকশালদের পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ) এর উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বুকলেটে ডিসেম্বর ২০০০ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত নকশালদের দ্বারা সৃষ্ট লাভ-ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। নকশালদের দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত ২০ বছরে এনকাউন্টার ছাড়াও দুর্ঘটনা এবং রোগের কারণে ৪৭৩৯ জন নকশাল মারা গিয়েছে। নকশালদের দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ৯০৯ মহিলা ১৬ সিসি সদস্য, ৪৪ এসএসসি, এসজেডসি, এসসি সদস্য, ৯ জন আরসি সদস্য এবং ১৬৮ জেসি, ডিভিসি এবং ডিসি সদস্য রয়েছেন। গত ২০ বছরে পুলিশ এবং বাহিনীর উপর মোট ৪০৩১টি ছোট এবং বড় হামলার খবর পাওয়া গেছে। এই সময়ে, নকশালরা দাবি করেছে যে তারা ৩০৫৪ জওয়ানকে হত্যা করেছে, ৩৬৭২ জন জওয়ানকে আহত করেছে, ৩২২২টি অস্ত্র লুট করেছে এবং ১৫৫৩৫৬ টি কার্তুজ লুট করেছে।

দিল্লিতে ৭৯ জন ওমিক্রন আক্রান্ত, ২৩ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে করোনার নতুন রূপ ওমিক্রনের ঝুঁকি বাড়ছে। সারা দেশে এখন পর্যন্ত ৪১৫ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাজধানী দিল্লিতে ৭৯ জন ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছেন।দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, শনিবার পর্যন্ত ২৩ জন এই সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাকি রোগীদের চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থা স্বাভাবিক।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এর আগে বলেছিলেন, দিল্লি সরকার করোনার নতুন রূপের সাথে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। অক্সিজেন ও ওষুধের অভাব হবে না। কেজরিওয়াল দিল্লির জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন যে কেউ যদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন তবে স্বাস্থ্য বিভাগকে জানান এবং বাড়িতে থাকুন। দিল্লি সরকার রোগীর দোরগোড়া পর্যন্ত এই সুবিধা দেবে।

ওমিক্রন উদ্বেগের জেরে উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট পরিস্থিতি পর্যালোচনা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে কোভিড সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ক্রমশ দানা বাঁধছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আয়োজন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মতামত চাইতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওমিক্রন সংক্রমণের আবহে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, মণিপুর এবং গোয়ায় বিধানসভা ভোট আয়োজনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র শনিবার জানান, আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশ সফরে যাবে কমিশনের প্রতিনিধি দল।

প্রসঙ্গত, ওমিক্রন ঘিরে উদ্বেগের পরিস্থিতিতে দেশবাসীর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশনকে উত্তরপ্রদেশের ভোট কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়ার জন্য শুক্রবার 'অনুরোধ' করেছে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে কমিশন জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যের সংক্রমণ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ভোট আয়োজনের বিষয়ে ৩০ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে।

হাইলাকান্দিতে সেপ্টেম্বর মাসের শিশু খাদ্য বরাদ্দ

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার ১, ৩৭৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সেপ্টেম্বর মাসের শিশু খাদ্য হিসেবে ৮১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪২১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলার পাঁচটি আইসিডিএস প্রজেক্টের ৪৩ হাজার ৭৮৩টি শিশুর মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসের জন্য দৈনিক ৭ টাকা ৩৮ পয়সা করে ২৫ দিনের চাল ব্যতীত এসএনপি-এর আওতায় আশা অন্যান্য সামগ্রী বণ্টন করা হবে।

৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে এ সব সামগ্রী নিকটবর্তী দোকান থেকে ক্রয় করে ৩ থেকে ৬ বছরের সকল শিশুদের বণ্টন করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক এক নির্দেশে এই মঞ্জুরি প্রদান করে তা যথাযথভাবে বণ্টনের কাজ খতিয়ে দেখতে প্রতিটি আইসিডিএস পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেছেন। এই মঞ্জুরির বিস্তারিত জেলার ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.স্তুনখদ্ধখদ্রস্থ.দ্রস্থদ্র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এছাড়া প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সভাপতির কাছে এবং অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজারদের কাছেও এই মঞ্জুরির বিশদ পাঠানো হয়েছে।

আয়কর দফতরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নোট উদ্ধার, এখনও চলছে তল্লাশি

কানপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : আয়কর দফতরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নোট উদ্ধার কানপুরে সেই ব্যবসায়ী পীযূষ জৈনের বাড়ি থেকে। উদ্ধার হয়েছে মোট ১৭৭.৪৫ কোটি টাকার নোট। সূত্রের খবর, "শুক্রবার থেকে এদিন গভীর রাত পর্যন্ত টাকা গোনার কাজ চলেছে। রবিবারও ওই ব্যক্তির বিভিন্ন দফতরে তল্লাশি চলবে।"

কেন্দ্রীয় আয়কর দফতর জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিহাসে সব চেয়ে বেশি নগদ উদ্ধার করল আয়কর দফতর। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, এখনও তল্লাশি চলার কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কানপুর, কনৌজ এবং মুম্বইয়ে পীযূষের দফতরে শনিবারও তল্লাশি চালাচ্ছেন কর্তারা।

কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে পীযূষের বাড়ি এবং বিভিন্ন সংস্থায় আয়কর বিভাগের আধিকারিকেরা শুক্রবার থেকে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। আধিকারিকেরা জানান, ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ভুয়ো ইনভয়েস দিয়ে জিনিস পাঠানো, ই-ওয়ে বিল ছাড়া জিনিস পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল। ভুয়ো সংস্থার নামেও ইনভয়েস তৈরি করার অভিযোগ ছিল। ৫০ হাজার টাকার ২০০টি এমন ভুয়ো ইনভয়েস পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ পীযূষের সংস্থার বিরুদ্ধে। সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসা ছাড়াও পীযূষের পানমশলা, কোল্ড স্টোর, পেট্রল পাম্পেরও ব্যবসা রয়েছে। আয়কর বিভাগের আধিকারিকেরা প্রথমে আনন্দপুরীত পীযূষের বাড়িতে তল্লাশি চালান। সেখানেই উদ্ধার হয় ১৫০ কোটির নোট। তিনটি টাকা গোনার মেশিন এনে গভীর রাত পর্যন্ত চলে টাকা গোনার কাজ। শনিবার তাঁর বিভিন্ন দফতরে তল্লাশি চলছে।

লুধিয়ানা বিস্ফোরণে মহিলা কনস্টেবল গ্রেফতার

লুধিয়ানা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : লুধিয়ানা জেলা আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় 'বম্বার'-এর এক বান্ধবীকে শনিবার গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিস। ধৃত মহিলা কনস্টেবল লুধিয়ানার এসপি অফিসে পোস্টিং রয়েছেন। অভিযুক্ত গগনদীপ সিংয়ের ফোন কল ঘেঁটে তাঁর এই বান্ধবীর সন্ধান পান তদন্তকারীরা। পঞ্জাব পুলিস সূত্রে এদিন এক বিবৃতিতে জানানো হয়, লুধিয়ানা জেলা আদালত বিস্ফোরণে মহিলার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লুধিয়ানা বম্বারের পরিচয় শুক্রবারই সামনে আসে। গগনদীপ সিং যিনি পঞ্জাব পুলিসে হেড কনস্টেবল হিসেবে একসময় চাকরি করেছেন। মাদকপাচার মামলায় জড়িয়ে পড়ায় ২০১৯ সালে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল বছর তিরিশের এই পুলিসকর্মীকে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, গগনদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে এক নয়, একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁর বাড়ি লুধিয়ানার খন্নায়।

গত ২৩ ডিসেম্বর লুধিয়ানা জেলা দায়রা আদালতের তৃতীয় তলের শৌচাগারে বিস্ফোরণে নিহত হন গগনদীপ। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন আরও ৬ জন। তদন্তকারীদের ধারণা, শৌচাগারে বিস্ফোরক রাখতে গিয়ে কোনও ভাবে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় প্রাক্তন ওই পুলিসকর্মীর। কিন্তু কী উদ্দেশ্য নিয়ে বিচারব্যবস্থাকে টার্গেট করা হল, তদন্তকারীদের কাছে তা স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনায় পাক মদতপুষ্ট খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের ভূমিকা উড়িয়ে দিতে পারছে না পুলিস।

দিব্যেন্দু-তৃণমূল ধুন্ধুমার, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে লাঠি সিআরপি-র, উত্তেজনা

কাঁথি, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র 'সুশাসন দিবস' উপলক্ষে কাঁথির ডরমেটরি মাঠে সভা ছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শনিবার সেই সভার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল। আবার জোড়াফুল শিবিরের বিরুদ্ধে কাঁথিতে বিজেপি-র পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। এ নিয়ে শনিবার এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তৃণমূলের দাবি, শুক্রবার রাতে কাঁথির জুনপুট মোড় সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েক জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক বসেছিলেন। সেই সময় কয়েক জন বিজেপি কর্মী ওই এলাকায় পৌঁছলে দু'পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারীর ভাই তথা তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। তিনি গাড়ি থেকে নামলে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও নেমে পড়েন। এরপর বাহিনীর জওয়ানবা কয়েক জন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। কয়েক জন জখম হন। তাঁদের কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যদিকে দিব্যেন্দুর বক্তব্য, "কোথাও কিছুই ঘটেনি। কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়নি। কিছু যদি অভিযোগ থাকে তা হলে পুলিশ সে ঘটনার তদন্ত করে দেখুক।'' বিজেপি-র কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অনুপকুমার চক্রবর্তীর অভিযোগ, "শুভেন্দু অধিকারীর সভা ঘিরে কাঁথি শহরে বিজেপি-র পোস্টার এবং দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। সেগুলি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। এর বিরুদ্ধে মানুষ জবাব দেবে।'' এনিয়ে তৃণমূল নেতা সুপ্রকাশ গিরি বলেন, "এলাকার কয়েক জন যুবকের ঝামেলার মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়েন সাংসদ দিব্যেন্দু। প্রথমে তাঁর বড়দা কৃষ্ণেন্দু অধিকারী গিয়ে মিটমাট করে দেন। এর পর সাংসদ দিব্যেন্দু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। এ ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যথেচ্ছ ব্যবহার লজ্জাজনক। এ নিয়ে কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।"

পঁচিশজন সাফাই কর্মীকে সংবর্ধনা শিলচর গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের, যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলার আহ্বান

শিলচর (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ আনুষ্ঠানিকভাবে পঁচিশজন সক্রিয় সাফাই কর্মীকে সংবর্ধনা প্রদান করল শিলচর গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান। আজ শনিবার সকাল এগারোটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শান্তনু দাশের পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হরিদাশ দত্ত, প্রবীণ সাংবাদিক তথা যোগবিদ সুজয় নাথ এবং শিলচর পুরসভার প্রজেক্ট অফিসার রাজীব চন্দ। উদ্বোধনী সংগীত এবং গান্ধীজির প্রিয় ভজন পরিবেশন করেন প্রখ্যাত বেতারশিল্পী তথা গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা কল্যাণী দাম। সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার দেব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখর পালচৌধুরী।

ইয়ংমেন অরগেনাইজেশন-এর অরিন্দম দেব উপস্থিত সকলকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মেথর কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন প্রতিষ্ঠানের উপ-সভাপতি সুকল্পা দত্ত। এছাড়া প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন উপ-সভাপতি নীলিমা ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক অতনু চৌধুরী, প্রজেক্ট অফিসার রাজীব চন্দ, সমাজকর্মী মিঠুন বিশ্বাস এবং হরিদাশ দত্ত। বক্তারা সাফাই কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে তাঁদের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

শীত গ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা গরম, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে সাফাই কর্মীরা তাঁদের কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলস্বরূপ সমাজের মানুষ সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারছেন। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান এই সকল সাফাইকর্মীদের সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদের স্থান সমাজে কোনও অংশেই কম নয় বলে উচ্চ প্রশংসা করেছেন বক্তারা। বায়ু প্রদূষণ, জল দূষণ, ভূমি দূষণ একদিন এই সুন্দর পৃথিবীটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন বক্তারা। এই বিষয়গুলো সবাই জেনেশুনেও অনেকে পান গোটখা খেয়ে যত্রতত্র পিক ফেলেন, আবর্জনা ফেলে থাকেন। প্লাস্টিক ব্যবহার করে নালায় ফেলে দেন। এই সব কু-অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।

সাফাইকর্মীদের গামছা পরিয়ে সম্মানিত করে তাঁদের হাতে স্মারক-সম্মান এবং উপহারস্বরূপ একটি ব্ল্যাঙ্কেট এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন অতিথিরা। সংবর্ধিত হয়ে সাফাই কর্মীরা উৎফুল্লিত হয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ উপালী পুরকায়স্থ, সদস্য লুকেশ সাহা, অমিত নাগ, মৃন্ময় রায়, শ্যামু যাদব, সৌমদীপ পালচৌধুরী, বাহার আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। সঙ্গীতশিল্পী সমর দেব দুটি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। সাফাই কর্মীদের জন্য ব্ল্যাঙ্কেট ও গামছা দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপিকা নির্মালি বর্মণ। শেষে আবর্জনামুক্ত পরিবেশ এবং স্বচ্ছ শিলচর গড়ে তুলতে উপস্থিত সকলে শপথবাক্য পাঠ করেন এবং সংকল্পবদ্ধ হন।

করিমগঞ্জ পুরবোর্ড নিয়ে বিধানসভায় মিথ্যা অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ, দাবি প্রাক্তন উপ-পুরপতির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ পুরসভা নিয়ে শাসক-বিরোধী উভয় দলের লাগাতার আরোপ-প্রত্যারোপের পর বিজেপি পরিচালিত এরই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কমলাক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন বিদায়ী পুরবোর্ডের উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায়।

করিমগঞ্জ পুরসভা নিয়ে অবান্তর এবং মনগড়া কথা বলে বিধায়ক পদ এবং বিধানসভার গরিমা কলঙ্কিত করেছেন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। পুরসভা নির্বাচন সমাগত, তাই ওলটপালট মন্তব্য করে কমলাক্ষ নিজেকে মিডিয়ার লাইম লাইটে রাখার চেষ্টা করছেন। আজ বিজেপির দলীয় সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এভাবেই কমলাক্ষকে আক্রমণ করেন জিশুকৃষ্ণ রায়।

প্রাক্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়কে পাশে বসিয়ে জিশু আরও বলেন, পবিত্র সদনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাশাপাশি বিধানসভাকে কলঙ্কিত করছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। করিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন মঠ, মন্দিরে লাইট লাগানো সত্ত্বেও বিধায়ক বলছেন প্রজেক্ট জ্যোতির অধীনে প্রাপ্ত একটিও লাইট লাগানো হয়নি। বিধানসভা হচ্ছে সততার মন্দির। অথচ এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে একের পর এক মিথ্যা তথ্য তুলে ধরে সদন তথা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বিধায়ক বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে ফায়দা লুটতে চাইছেন। শহরবাসী জনগণ অত্যন্ত সচেতন। সমগ্র দেশের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও কংগ্রেস বর্তমানে অস্তমিত সূর্য। তাই করিমগঞ্জ শহরের জনগণ এই অস্তমিত সূর্য অথবা ডুবন্ত নৌকায় কখনও চড়বেন না বলেও সাংবাদিক বৈঠকে কটাক্ষ করেন প্রাক্তন উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায়।

তিনি বলেন, শহরের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন আখড়া, পূর্ববাজারের জৈন মন্দির, রামসীতা আশ্রম, চরবাজার শ্মশানঘাট, গৌড়ীয়মঠ, গাছ কালীবাড়ি মন্দির, লঙ্গাই রোডের কসমোপলিটান ক্লাবের কালীমন্দির, লক্ষ্মীবাজার রোডের সর্বজনীন কালীমন্দির, গাছকালীবাড়ি রোডের শনিমন্দির, ভগিনী নিবেদিতা লেন, লক্ষ্মীবাজার রোড, শম্ভুসাগর পার্ক, চিলড্রেন পার্ক, বনমালী রোড এলাকা থেকে সুভাষনগর রোড শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা সহ খোদ বিধায়কের বাড়ির সামনে অবস্থিত লোকনাথ মন্দিরে লাইট লাগানো সত্বেও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলছেন প্রজেক্ট জ্যোতির একটিও লাইট নাকি লাগানো হয়নি।

শহরের এতগুলো মঠ-মন্দিরে লাইট লাগানো হলেও বিধায়ক কেন দেখতে পান না সেটা মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না। করিমগঞ্জ পুরসভা নিয়ে তদন্ত হোক, এটা বিজেপিও চায়। কিন্তু শুধু আমাদের দেড় বছর নয়, বিগত পুরো পাঁচ বছরের তদন্ত হোক। এই দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছে জেলা বিজেপি।

প্রাক্তন উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায় বলেন, বিধায়ক বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা বলছেন। তিনি বলছেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের টাকা নয়ছয় হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ড নাকি সব টাকা উধাও করে দিয়েছে। যা ডাঁহা মিথ্যা এবং অযৌক্তিক অভিযোগ। যে জায়গায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ৯০ শতাংশ জিনিসপত্র করিমগঞ্জ পুরসভায় মজুত রয়েছে সেখানে বিধায়ক বলছেন সব টাকা উধাও হয়ে গেছে। তিনি সদনে দাঁড়িয়ে করিমগঞ্জ পুরসভার কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ভালো কথা, আমরা তদন্ত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলছি এতে ভালোই হবে। তদন্তে বেরিয়ে আসবে কে দোষী আর কে নির্দোষী।

জিশু বলেন, কংগ্রেসের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে বোর্ডে বসে বিদ্যুৎ বিল মিটিয়েছে বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ড। অথচ বিধায়ক মিথ্যে নাটক করে সেদিন হিধানসভা তথা জনগণকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন। কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে একজন নাটকবাজ বলেও কটাক্ষ করেন জিশু। করিমগঞ্জ শহরের সচতেন নাগরিককুল আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিধায়ক কমলাক্ষের সকল নাটকের জবাব দেবেন বলে দাবি জিশু রায়ের।

বাংলাদেশে লঞ্চে আগুন: বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ১৫ জনের কেউ শঙ্কামুক্ত নন

মনির হোসেন,ঢাকা,২৫ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে এমভি অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ যাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে তাদের কেউ শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

শনিবার সকালে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক সামন্ত লাল সেন গণমাধ্যমকে বলেন, আমাদের টিম বরিশালে গেছে। ৭ জন চিকিৎসক কাল রাত দেড়টা পর্যন্ত রোগী দেখেছেন। আজ সকাল থেকেও দেখছেন। যদি কোনো রোগীকে ঢাকায় আনার প্রয়োজন হয়, আমরা নিয়ে আসবো। না হলে তাদের সেখানেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আমি বারবারই বলি, যতক্ষণ সচেতনতা না আসবে এবং মনিটরিং না করা হবে ততক্ষণ এ ধরনের দুর্ঘটনা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চিকিৎসাধীন রোগীদের শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে সামন্ত লাল সেন বলেন, ঘটনাটি রাত ৩টায় এ ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালে আরও কিছু সময় লেগেছে। এই সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ফ্লুইড পেয়েছে কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর ওপর পরবর্তী চিকিৎসা নির্ভর করে। আমি বলবো সবাই ক্রিটিক্যাল। আমি কাউকেই শঙ্কামুক্ত বলবো না।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অগ্নিদগ্ধ ২১ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৬ জনকে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ দিয়ে ৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন মারা গেছেন। ভর্তি ১৬ জন রোগীর মধ্যে একজনের কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ১৫ জনের মধ্যে ২ জনকে বর্তমানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ১২ জনকে পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। একজনকে পিএইচডিউতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পলিহাউসে বাহারি ক্যাপসিকাম চাষে প্রবল ঝোঁক বাড়ছে এখন

পলিহাউসে বাহারি ক্যাপসিকাম। বাজারে ভাল দাম মেলায় চাষে ঝোঁক বাড়ছে কৃষকদের। সেপ্টেম্বর থেকে চাষ শুরু করতে হয়। তিনমাসেই ফলন পাওয়া যায়। গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মে মাস পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে গোটা মরশুমে প্রতিটি গাছ থেকে গড়ে ১৫ কেজি করে ফলন পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞরা। লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা, সাদা, বেগুনী নানা রঙের হয়ে থাকে ক্যাপসিকাম। ভিটামিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। সারা বছরই বাজারে চাহিদা থাকে। অনুষ্ঠানের মরশুমে এর দাম বাড়ে। এ রাজ্যে মূলত শীতকালীন ফসল হিসেবে ক্যাপসিকাম চাষ করা হয়ে থাকে। খোলা জমিতে চাষ করলে জানুয়ারি পর্যন্ত করা যায়। কিন্তু পলিহাউসে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে আরও তিন মাস বেশি ফলন পাওয়া যায়। উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ৫০০ বর্গমিটার পলিহাউসে মাটির বেড তৈরি করে গড়ে এক হাজার চারা লাগানো যায়। প্লাস্টিকের ট্রে-তে মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে তাতে বীজ বুনে চারা তৈরি করা যেতে পারে। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থাইরাম দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। গোবরসার ও ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে মাটি ভাল করে চেলে নিয়ে তার সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি যোগ করে মাটি শোধন করা যেতে পারে।

ক্যাপসিকামের বীজ মাটির ২ সেমি গভীরে পুঁতে উপরে ঝুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর হাল্কা জল স্প্রে করে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে ভাল। এক সপ্তাহ পর চারা বেরোতে দেখা যাবে। চারা বেরোনোর পর খড় সরিয়ে মশারি দিয়ে ঢেকে দিতে পারলে ভাল। চারার গোড়া যাতে পচে না যায়, সেজন্য ব্যাভিস্টিন বা ডাইথেন ব্যাভিস্টিন মিশ্রণ ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। চারা বয়স ১৬ দিন হলে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে। এতে সাদা মাছির আক্রমণ ঠেকানো যায়। ফলে ভাইরাসঘটিত পাতা কোঁকড়ানো রোগের আশঙ্কা কমে। ক্যাপসিকামের এটিই অন্যতম রোগ। এই রোগে গাছের পাতা লঙ্কার মতো কুঁকড়ে যায়। সাদা মাছি ওই ভাইরাসের বাহক। একবার এই রোগের আক্রমণ হলে তখন আর কিছু করার থাকে না। ফলে আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানিয়েছেন, তারা ক্যাপসিকামের বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাচ্ছেন। এতে ক্যাপসিকামের রং ও আকার আরও ভাল হচ্ছে। বাগান বিলাসিরা টবেও ক্যাপসিকাম ফলাতে পারেন। তবে সাদা মাছির আক্রমণ রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্যাপসিকামের চারার বয়স ১৫ দিন হলে অ্যামোনিয়াম ফসফেট ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে পারলে শিকড় ও গাছের স্বাস্থ্য ভাল হয়। একমাস বয়সের চারা ৩-৪টি পাতা হলে তখন ওই চারা মূল জমিতে বসানো উচিত। হলুদ রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাতগুলি হল, অ্যাঞ্জেল, গোলেন্ড ইয়েলো, অর্কা গৌরব, ইয়েলো ওয়ান্ডার। লাল রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাত, অদিতি, আশা, ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার। কমলা রঙের ক্যাপসিকামের উন্নত জাত, কালার-৮, আইএসপি-৭। বেগুনী রঙের ক্যাপসিকামের জাত নিকিতা। কালো রঙের ক্যাপসিকামের জাত স্পিনাজ। সাদা রঙের ক্যাপসিকামের জাত কালার-৬, কালার-৭।

পলিহাউসে প্রথমে বেড তৈরি করতে হবে। বেডে মাটি ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নেওয়া উচিত। ১ লিটার জলে ৪০ মিলি ফরমালিন মেশাতে হবে। মাটি শোধনের পর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি থেকে ১৫ সেমি উঁচু হতে হবে বেড। চওড়া হবে ১০০ সেমি। প্রয়োজনমতো বেড লম্বা করা যেতে পারে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি। একই বেডে দু'টি গাছের মধ্যে দূরত্ব হবে ৫০ সেমি। ড্রিপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল। চারা বসানোর সময় সামান্য ঠাণ্ডার প্রয়োজন। চারা লাগানোর সময় গাছ প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ২০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিতে হবে।

এক মাস পর একই মাত্রায় প্রথম চাপান দিতে হবে। ৮০ দিন পর গাছ প্রতি ১০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে দ্বিতীয় চাপান হিসেবে। চারার গোড়ার দিকের কিছু পাতা ফেলে দিতে হবে। প্ল্যানোফিক্স প্রয়োজনে গাছে প্রচুর ফুল আসে এবং ফল ধরতে সাহায্য করে। ফুল ঝরা ঠেকাতে দু'সপ্তাহ অন্তর দু'বার ২৫ পিপিএম জিএ বা ৫০ পিপিএম এনএএ হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে। ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারলে একটি ক্যাপসিকামের ওজন ৩৫০ গ্রাম হতে পারে। খোলা জমিতে বিঘা প্রতি ১০-২২ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু পলিহাউসে বিঘায় প্রায় ৩০ কুইন্টাল ফলন মিলতে পারে। চারা রোপণের পর ল্যাদাপোকার আক্রমণ হতে পারে। এই পোকা গাছের পাতা খেয়ে নেয়। কেরোসিন মেশানো ছাই গাছের গোড়ায় দিতে হবে। কার্বারিল ২ গ্রাম, প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে সুফল মিলবে। সাদা মাছির আক্রমণ রুখতে চারা রোপণের তিন দিন আগে ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি, ৩ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। রোপণের ১০ দিন পর ১ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড, ১ লিটার জলে গুলে বা ১ মিলি ফিপ্রোনিল ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। আঠা লাগানো রঙিন বোর্ড পলিহাউসে ঝুলিয়ে রাখলে জাবপোকা বা সাদামাছির আক্রমণ অনেকটা রোধ করা যায়।

অন্ত্রের জন্য ব্রকলি প্রয়োজনীয়তা

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বে শি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য ক্যান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করবেন।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করে ক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়---

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্জি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রিফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কাবাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কাবাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়।

স্টেম সেলগুলি মূলত দুইপ্রকারের হয়—ভ্রূণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল —যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায়---যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পরপরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রূণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিষ্কে আঘাত, এমনকী মস্তিষ্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ডব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ—মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব।

এছাড়া কিছু নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রূণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়। সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার একযুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি—বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

নারী-পুরুষ মস্তিষ্কের ভিন্নতা

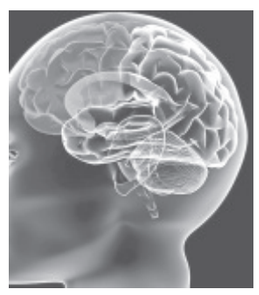

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না। এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

শনিবার আগরতলায় বলিদান দিবস পালন করেছে বিএইচপি দলের কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

ভূগর্ভস্থ জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনে চলবে কাজ, ২৭ ডিসেম্বর জল-কষ্টে ভুগবে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২৭ ডিসেম্বর, সপ্তাহের প্রথম দিনই জল-সমস্যায় ভুগতে হতে পারে দিল্লীবাসীকে। ওই দিন ভূগর্ভস্থ জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনে চলবে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, তাই দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের সমস্যা হতে পারে। শনিবার দিল্লি জল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূগর্ভস্থ জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী ২৭ ডিসেম্বর দিল্লির কিছু কিছু এলাকায় জলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দিল্লি জল বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দিন যাতে জলের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে, পর্যাপ্ত পরিমানে জল জমিয়ে রাখুন। কালকাজি, পঞ্চশীল এনক্লেভ, ময়ূর বিহার ফেস ২, আকবর রোড, সরোজিনী নগর, সফদরজং প্রভৃতি এলাকায় জল সমস্যা দেখা দিতে পারে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিহারে করোনা নিয়ন্ত্রণেই, আপাতত নৈশ কারফিউ নয় : নীতীশ কুমার

পাটনা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিহারে এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে করোনা, তাই আপাতত রাত্রিকালীন কারফিউর লাগু করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। জানিয়ে দিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। নীতীশ জানিয়েছেন, বিহারে এই মুহূর্তে নৈশ কারফিউর মতো বিধিনিষেধ লাগু করার কোনও প্রয়োজন নেই।

শনিবার নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারের করোনা-পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রয়েছে রাজ্য সরকারের। বিহারে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে কেউ সংক্রমিত হননি বলেও জানিয়েছেন নীতীশ কুমার।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

রমন সিংয়ের ভাগ্নেসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

রায়পুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রমন সিংয়ের ভাগ্নে সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে শনিবার একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সকলের বিরুদ্ধেই ভোটকেন্দ্র ভাঙচুরের অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রমন সিং-র ভাগ্নে এবং জেলা পঞ্চায়েত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিক্রান্ত সিং সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে খয়রাগড় থানায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর খয়রাগড় পুরসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সময়, বিক্রান্ত সিং সহ বিজেপি কর্মীদের বিশৃঙ্খলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাদের সকলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬, ১৮৮, ২৯৪, ৫০৬, ৪২৭, ৩৫৩, ৪৯৫, ৪৫১,১৪৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে।

লুধিয়ানা আদালতে বিস্ফোরণে ৩ কেজি আরডিএক্স ব্যবহার হয়েছিল, দাবি ফরেন্সিকে

লুধিয়ানা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলা আদালতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ কেজি আরডিএক্স (রয়াল ডেমোলিশন এক্সপ্লোসিভ) ব্যবহার করা হয়েছিল। পঞ্জাব পুলিসের ফরেন্সিক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়, বিস্ফোরণের তীব্রতায় শৌচালয়ের পাইপ ফেটে বিস্ফোরকের অনেকটাই ধুয়ে বেরিয়ে যায়। গত ২৩ ডিসেম্বর লুধিয়ানার জেলা ও দায়রা আদালতে বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জখম হয় আরও অন্তত ৬ জন। পঞ্জাব পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে দাবি করা হয়, লুধিয়ানা বিস্ফোরণে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট খালিস্তানি জঙ্গি বব্বর খালসার হাত রয়েছে।পঞ্জাব পুলিসের সঙ্গেই এই বিস্ফোরণের তদন্ত করছে ন্যাশনাল সিকিওরিটি গার্ড। এনআইএ-র বিশেষজ্ঞ টিমও আসছে। তদন্তে দাবি করা হয়, নিহত ব্যক্তিই শৌচালয়ে বিস্ফোরক রাখতে গিয়েছিলেন। কোনও ভাবে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গগনদীপ সিং নামে ওই ব্যক্তিকে মানববোমা হিসেবে্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিহত গগনদীপকে তাঁর হাতের ট্যাটু ও মোবাইল সিমের সূত্র ধরে শনাক্ত করে পুলিস। জানা যায়, পঞ্জাব পুলিসের হেড কনস্টেবল হিসেবে একসময় কাজ করেছেন। মাদক মামলায় জড়িয়ে পড়ায় ২০১৯ সালে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ডিমা হাসাও জেলায় আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়ে পালিত বড়দিন

হাফলং (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন সমগ্র বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এরই মধ্যে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ১২৮টি দেশে। ভারতে এখন পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১৫ জন। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি, একশোর অধিক মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে অসমে এখনও কোভিডের এই নতুন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের কোনও খবর নেই। এরই মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশ তথা রাজ্যে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি ও সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে বড়দিন পালিত হয়। ডিমা হাসাও জেলায়ও আনন্দ ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে বড়দিন পালিত হয়েছে শনিবার।

সমগ্র পাহাড়ি জেলা আজ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে বড়দিন উপলক্ষে। হাফলঙের সঙ্গে জেলার বিভিন্ন চার্চে অনুষ্ঠিত হয় প্রার্থনা সভা। রাত ১২ য় বড়দিনের বৃহৎ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলার চার্চগুলিতে। শনিবার সকাল ও সন্ধ্যায় হাফলং শহরের বিভিন্ন চার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রার্থনা। তাছাড়া ক্রিসমাসের ক্যারলে সমগ্র শহর ছিল মুখরিত। বড়দিন থেকেই পাহাড়ে শুরু হয়ে গেছে উৎসব। এই উৎসব চলবে বর্ষবরণ পর্যন্ত। বড়দিনের সন্ধ্যায় শুধু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরাই গির্জায় ভিড় করেননি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ, শহর আগত পর্যটকরা জেলার বিভিন্ন চার্চে ভিড় জমিয়ে উপভোগ করেছেন বড়দিন।

তিন মাসেই মোহভঙ্গ, গোয়ায় কংগ্রেসের পথে ৫ তৃণমূলত্যাগী

পানাজি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : তিন মাসেই মোহভঙ্গ। গোয়ায় তৃণমূল ছাড়লেন মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক লাভু মামলেদার সহ ৫ নেতা। তাঁদের দাবি, গোয়াবাসীকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোয়াকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। প্রাক্তন বিধায়ক লাভু মামলেদার, রাম মান্দ্রেকর, কিশোর পারওয়ার, কোমল পারওয়ার ও সুজয় মালিক মমতাকে চিঠি লিখে দল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন।

গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা লুইজিনহো ফেলেইরোর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন এই ৫ জন। ইস্তফাপত্রে প্রাক্তন বিধায়ক লাভু প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আইপ্যাক নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন। সূত্রের খবর, ৫ নেতা শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। সম্প্রতি গোয়ায় মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) সঙ্গে জোট করেছে জোড়াফুল শিবির। চিঠিতে ৫ তৃণমূলত্যাগী লিখেছেন, গোয়াবাসীর মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ তৈরি করছে তৃণমূল। হিন্দু ভোটকে এমজিপির দিকে এবং খ্রিস্টান ভোটকে নিজেদের ঝুলিতে পুরতে চাইছে তারা। তৃণমূলকে একটি সাম্প্রদায়িক দল বলেও উল্লেখ করেন দলত্যাগীরা।

৫ নেতার ইস্তফা প্রসঙ্গে লুইজিনহো বলেন, 'তৃণমূল নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গোয়ার মাটিতে লড়াই শুরু করেছে। কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত তাতে প্রভাব ফেলবে না।'

কাশ্মীরের ত্রালে এনকাউন্টারে দুই জঙ্গি নিকেশ, বড় সাফল্য বললেন আইজিপি

শ্রীনগর, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শোপিয়ানের পর এবার পুলওয়ামা, শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার ত্রালে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু"জন সন্ত্রাসবাদী। ত্রালের হারদুমরি এলাকার ঘটনা। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর শনিবার বিকেলে ত্রালের হারদুমরি এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সেই অভিযানে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, শনিবার ত্রাল এনকাউন্টারে দুই জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। অভিযান জারি রয়েছে।

মালগাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

আজমের, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : শনিবার সকালে মারওয়ার জংশনে রেললাইনের কাছে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ নিহতের লাশ মাড়োয়ার জংশন হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। রেল সূত্রে খবর, রেলের মালবাহী ট্রেনগুলো প্রচণ্ড গতিতে চলে। আন্ডারব্রিজ কম থাকায় মানুষ সময় বাঁচাতে রেললাইন পার হয়। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুতগতিতে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খায়। শনিবার সকালে আজমেরি গেট ও রেলস্টেশনের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত ৪৫ বছর বয়সী রাজুলালের ছেলে রামলাল বাউরির। ট্রেনের ধাক্কায় নিহতের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তি মানসিক প্রতিবন্ধী বলে জানা গেছে। রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে ধাক্কা লেগে তার মৃত্যু হয়।

হাইলাকান্দি জেলায় করোনা-আক্রান্ত আরও তিন

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধীরে ধীরে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ গ্রাস করছে জেলা হাইলাকান্দিকে। গত কয়দিন ধরে দুজন, একজন করে আক্রান্ত হলেও শনিবার জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ শনিবার হাইলাকান্দি জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন। এই তিনজনই ধরা পড়েছেন আরএটি পরীক্ষায়। এদিন হোম আইসোলেশনে বিদ্যমান একজন সুস্থ হয়েছেন। শনিবার জেলায় ৬৭৭ জনকে আরএটি এবং ১৪৫ জনকে আরটি-পিসিআর করা হয়। এ যাবৎ জেলায় করোনার সক্রিয় সংখ্যা ১৪।

হাইলাকান্দিতে পালিত সুশাসন দিবস

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায়ও ২০ ডিসেম্বর থেকে আজ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুশাসন সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগের পরিষেবাগুলিকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে বিভাগগুলির প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে শনিবার জেলার সবকয়টি রাজস্ব সার্কল কার্যালয়ে সভা আয়োজন করা হয়।

এর পর 'প্রশাসন গ্রামের দিকে' কর্মসূচিতে সার্কল অফিসার এবং অফিসের কর্মচারীরা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সভা এবং সাক্ষাৎগুলিতে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা লাভের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এ উপলক্ষ্যে আজ আলগাপুর সার্কল অফিসে অনুষ্ঠিত সভাটি পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সার্কল অফিসার রিচা নামেন। এর পর সার্কল অফিসের নিকটবর্তী বড়নগদ গ্রাম পরিদর্শন করে জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন ভারপ্রাপ্ত সার্কল অফিসার এবং কর্মচারীরা।

হাইলাকান্দিতে মাসের চতুর্থ শনিবার শিশুর ওজন মাপার দিবস

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং-এর (ওজন মাপা) জন্য মাসের প্রতি চতুর্থ শনিবার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

হাইলাকান্দির জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা শনিবার এক নির্দেশে জেলার শূন্য থেকে ছয় বছর বয়সের সব শিশুদের এই গ্রোথ মনিটরিংয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা শিশুদের এই গ্রোথ মনিটরিংয়ের কাজ করবেন। জেলার প্রতিটি উন্নয়ন খণ্ডের বিডিও-রা তাঁদের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খণ্ডে এই কাজের নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করবেন।

উন্নয়নের মডেল হতে হবে সর্বস্পর্শী ও সর্বজনীন : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): উন্নয়নের মডেল কেমন হবে, তা জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, উন্নয়নের মডেল হতে হবে সর্বস্পর্শী ও সর্বজনীন। দেশের প্রতিটি অঞ্চল ও সমাজের প্রতি মানুষকে উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। শনিবার সকালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত সুশাসন দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'সুশাসন সপ্তাহ উদযাপনের জন্য ২৫ ডিসেম্বর আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। এই দিনের সঙ্গে এমন দুই ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, যারা দেশের উন্নয়ন ও স্বাধীনতার জন্য এবং দেশকে একটি নতুন দিশা দেখানোর জন্য নিজেদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজি স্বাধীনতার আগে এই দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার কাজ করেছিলেন...আধুনিক ভারতে সুশাসন শব্দটি যিনি সঠিক অর্থে গেঁথে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন, আমাদের অটলজিরও আজ জন্মদিন। অটলজি নিজের গোটা জীবন একটি বিচারাধারার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সুশাসন সপ্তাহ উদযাপনের যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়েছিলেন ও আজাদির অমৃত মহোৎসবে করেছেন, এর ফলে সুশাসনের ধারণা দিল্লির বাইরে, রাজ্যগুলির রাজধানীর থেকে প্রসারিত হয়ে গ্রামে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। জনগণের সুশাসনের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত যে উন্নয়নের মডেল হতে হবে সর্বস্পর্শী, সর্বজনীন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চল ও সমাজের প্রতি মানুষকে উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসাই সুশাসনের লক্ষ্য।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আমাদের সরকারের ৭ বছরের কার্যকালে কৃষির উন্নয়ন হয়েছে, শিল্পের বিকাশ হয়েছে, গ্রামেও উন্নয়ন হয়েছে, শহরেও উন্নয়ন হচ্ছে, দেশের সীমানা সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক তৈরি করেছি। ২০১৪ সালের আগে এই দেশে ৬০ কোটি এমন নাগরিক ছিলেন যাদের পরিবারের একটিও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না, তাঁদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, কারও বাড়ি ছিল না। ১০ কোটির বেশি পরিবার ছিল যাদের শৌচাগার ছিল না। ঘরে কারও অসুখ হলে অসহায় মানুষ শুধু ভগবানের প্রার্থনা করতেন। ক্যানসার, হৃদরোগ ও প্যারালাইসিসের মতো রোগ হলে নিজেকে অসহায় মনে করতেন, স্বাধীনতার কোনও মানেই ছিল না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, নরেন্দ্র মোদী সরকার ২ কোটিরও বেশি মানুষকে নিজস্ব ঘর দিয়েছে, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং শৌচালয় দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

পালঘর হোটেল ও রিসোর্ট মালিকদের করোনা প্রোটোকল মেনে চলার নির্দেশ

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : ক্রিসমাস এবং নববর্ষ উদযাপনের জন্য পালঘরের বেশিরভাগ হোটেল এবং রিসর্টে বুকিং করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ রোধে পালঘর জেলার সমস্ত রিসর্ট এবং হোটেলগুলিতে নিরাপত্তা এবং স্যানিটাইজেশনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব মেনে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পর্যটকদের কাছ থেকে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়, পালঘরের ভিরারের আরনালা, কেলওয়া, ডাহানু পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে হাজার হাজার ছোট-বড় রিসর্ট সহ অনেক বড় হোটেল রয়েছে। যেখানে কয়েক হাজার মানুষ বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপন করতে পৌঁছায়।

এছাড়াও করোনা প্রটোকল সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হবে। কোভিড পার্টি এবং উদযাপনের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে, পর্যটকদের পাশাপাশি সবাই করোনার সময় জারি করা নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করে। আবাসিক ডেপুটি কালেক্টর কিরণ মহাজন বলেন, করোনা প্রটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

সংক্রমণে রেকর্ড ব্রিটেনের, ফের এক লক্ষের গণ্ডি ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা

লন্ডন, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): এক দিনে করোনা-আক্রান্ত ১ লক্ষ ২২ হাজার নাগরিক। সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ব্রিটেন। এই নিয়ে পরপর ৩ দিন দৈনিক সংক্রমণ এক লক্ষের গণ্ডি ছাড়াল। আগের দিন সংক্রমিত ধরা পড়েছিলেন ১ লক্ষ ১৯ হাজার জন। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে অতিমারিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেন। এ দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৫৭ জনের।

ব্রিটেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১,৮৯১,২৯২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৫৭ জনের। ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯,৯৬১,৩৬৯ জন।

৮ দিনে মৃত্যু তিহার জেলের ৫ বন্দীর, ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত শুরু

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ৮ দিনে দিল্লির হাই-সিকিউরিটি তিহার জেলে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন বন্দীর। শনিবার দিল্লি পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যেকটি মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হলেও, সমস্ত মৃত্যুর ঘটনায় সিআরপিসি-র ১৭৬ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত শুরু করা হয়েছে। শুক্রবারও তিহার জেলের ৩ নম্বর কারাগারে মৃত্যু হয় একজন বন্দীর।

কারাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার ৩ নম্বর কারাগারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় বিক্রম ওরফে ভিকি নামে একজন বন্দীকে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ডিরেক্টর জেনারেল (কারাগার) সন্দীপ গোয়েল জানিয়েছেন, প্রথম জেলে মৃত্যু হয়েছে বন্দীদের, কোনও মৃত্যুর সংখ্যা হিংসার সম্পর্ক নেই। গোয়েল জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি মামলায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শিলচর শহরে জমা জলের মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর শহরকে জমা জল ও কৃত্রিম বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে কাছাড়ের জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথোরিটির চেয়ারপার্সন কীর্তি জল্লি ২০১৪ সালের আসাম আরবান এরিয়া বিল্ডিং রুলস এবং ২০০৫ সালের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টর ৩০ নম্বর ধারা এবং ৫ ও ৮ নম্বর উপধারায় বেশকিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এতে বলা হয়েছে, কোনও বিভাগ শহরের রাস্তা খনন বা কাটার জন্য এনওসি (আদেশ) ইস্যু করতে পারবে না। বেআইনি কোনও রকমের নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না এবং নির্মাণের জন্য অনুমতি ইস্যু করার ক্ষেত্রে সরেজমিনে তদন্ত করা হবে। নালা নর্দমাগুলির স্বাভাবিক প্রবাহে সব বর্জ্য পরিষ্কার করে জল দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ফলে নালা, রাস্তা, খাল ইত্যাদিতে গজিয়ে ওঠা স্থায়ী, অস্থায়ী নির্মাণ সরিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি রাঙ্গির খাল, লঙ্গাইখালের স্বাভাবিক স্রোতে বাধাপ্রাপ্ত নির্মাণ সরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। শহরের স্লুইচ গেটগুলির স্বাভাবিক কাজ অব্যাহত রাখতে ওয়াটার রিসোর্স বিভাগের মেকানিক্যাল ডিভিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্লুইস গেট নিয়ে কোনও ব্যক্তি বিশেষ কোনও সমস্যা তৈরি করলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। শহরে নতুন করে কোনও ভবন নির্মাণ করতে হলে এতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার সংস্থান দিয়ে নকশা তৈরি করতে বলা হয়েছে আদেশে। অন্যথায় নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না। যদি কোনও ভবন অনুমতিপ্রাপ্ত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা না হয় তবে তা বাতিল করতে পারে প্রশাসন। এছাড়া যদি কোনও অকর্তৃত্বপ্রাপ্ত কনস্ট্রাকশন শহরে পাওয়া যায় তবে প্রশাসন তা গুঁড়িয়ে দেবে এবং কনস্ট্রাকশনের এলাকা সিল করা হবে বলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট চেয়ারপার্সন তথা জেলাশাসক সতর্ক করে দিয়েছেন। জেলাশাসকের ওই আদেশে শহরে নির্মাণের জন্য পারমিশন ইস্যুকৃত সরকারি বিভাগগুলিকে পারমিশনের সবকয়টি কপি ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছে প্রেরণ করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে ৪১ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্যসচিব লোকমান হোসেন মিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,২৫ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে এমভি অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া। তিনি বলেন, এ অগ্নিকাণ্ডে আহত ৮১ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৬ জনের চিকিৎসা চলছে। ১৬ জনকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১২টায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে রোগীদের সার্বিক পরিস্থিতি দেখার পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডে আহতদের মধ্যে ২১ জনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। তাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

সেখান থেকে ৪ জনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ১৫ জনের চিকিৎসা চলছে। দুই জনকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আর একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই কর্মকর্তা বলেন, আহতদের মধ্যে ৩২ জনের চিকিৎসা চলছে বরিশালে। ৭ সদস্যের চিকিৎসক টিম পাঠানো হয়েছে। তারা সেখানে চিকিৎসা দিচ্ছেন। আমরা মনিটরিং করছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার নির্দেশনা দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, আহতদের সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে চিকিৎসার খরচ বহন করা হচ্ছে। নিহতদের মরদেহ বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থাও হাসপাতালের পক্ষ থেকে করা হবে বলে জানান তিনি। বৃহস্পতিবার (২৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী এমভি অভিযান-১০ লঞ্চটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা ও ঝালকাঠির কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধারকাজ শুরু করে। ওই সময় বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক কামাল হোসেন ভূঁইয়া ব্রিফিংয়ে ৩০ জনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানান। পরে ঝালকাঠি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশান্ত কুমার দে ৩৯ জনের মরদেহ উদ্ধারের তথ্য নিশ্চিত করেন। দুপুর পৌনে ১টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারজিয়া আক্তার নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মৃত বেড়ে ৪০ জনে দাঁড়ায়।

এদিকে, ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনার পর হাবিব খান নামে একজনের মৃত্যু হয়, যা নিয়ে লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ জনে। মৃতদের মধ্যে ৩৭ জনই বরগুনা জেলার বাসিন্দা।

অপরদিকে, লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধদের দেখতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে যান নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তার আগে সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কল্যাণপুরে স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েছেন ৪৯৮ জন রোগী এবং স্বেচ্ছা রক্তদান করেছেন ১১ জন। তাছাড়া আল্ট্রাসনোগ্রাফীর সুবিধা নিয়েছেন ৭৯ জন।

কাছাড়ের ভৈরবপুর ও করচূড়া গ্রামে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ইআরসিআই-এর

কালাইন (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইআরসিআই কেয়ারের উদ্যোগে কাছাড়ের ভৈরবপুর ও করচূড়া গ্রামে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। চোখের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইআরসিআই কেয়ার লাগাতার বিভিন্ন কার্যসূচি করে চলেছে। বিশেষ করে গরিব অসহায় লোকেদের জন্য বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে চোখের ছানি শনাক্তকরণ ও যথার্থ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে বিনামূল্যে ঘনঘন চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করছে ইআরসিআই কেয়ার। এতে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন অসংখ্য গরিব অসহায় লোকজন।
আজ শনিবার কালাইনের পার্শবর্তী ১৩ নম্বর ভৈরবপুর এলপি স্কুলে আয়োজিত হয় ইআরসি রেফ্রাক্টেরিভ এরোর অ্যান্ড ক্যাটারেক্ট স্ক্রিনিং ক্যাম্প। ওই ক্যাম্পে চোখের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত রোগীদের চিকিৎসা করেন ডা. রূপা চৌধুরী। রোগীদের চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চশমার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ইআরসি-র পক্ষ থেকে।
ভৈরবপুরে আজ ১১৫ জন রোগীর চোখ পরীক্ষা করে চিকিৎসার পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে চিকিৎসক রূপা চৌধুরীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ইআরসি ক্যাম্প অর্গানাইজার ফখরুল ইসলাম লস্কর, অপটিকেল অ্যাডভাইজার আরিফ আহমেদ চৌধুরী, জাহান উদ্দিন লস্কর, মোবাইল ইউনিট ম্যানেজার জয়ন্ত দে, বিদ্যুৎ নাথ, দীপককুমার মহন্ত প্রমুখ।
অনুরূপভাবে গত শনিবার করচূড়া গ্রামের ৪২৭ নম্বর খালেরপার এলপি স্কুলে বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করেছে ইআরসি আই কেয়ার। ইআরসি ক্যাম্প অর্গেনাইজার ফখরুল ইসলাম লস্কর জানান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইআরসিআই কেয়ারের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

রোগীদের মধ্যে চোখের ড্রপ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া চক্ষু পরীক্ষার পর প্রয়োজন অনুসারে আয়ুষ্মান কার্ডধারী গরিব রোগীদের তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে চশমা বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। করচূড়া গ্রামে দেড় শতাধিক রোগীর চোখ পরীক্ষা করেছেন চিকিৎসক রূপা চৌধুরী। শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য দীপককুমার মহন্ত সহ অন্যরা। ইআরসিআই কেয়ারের এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন উভয় গ্রামের গরিব সাধারণ জনগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব

আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। শনিবার বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ভাগবত গঙ্গোত্রী, মানবধর্মের উদ্গাতা মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণবার্চ্চ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, পরে সন্ধ্যারতি ও অধিবাস কীর্তন। ২৫ ডিসেম্বর প্রভাতে জাগরণ কীর্তন, মঙ্গলারতি ও টহল কীর্তন। ভোর ছয়টায় উদয়াস্ত মহানাম মহাকীর্তন। সকাল আটটায় শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ (গুরুপূজা)। দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যায় আরতি হয়। এদিন দুই সহস্রাধিক ভক্ত মহাপ্রসাদ নিয়েছেন। এদিকে, ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হবে, আরতি ও পরে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবনাদর্শ আলোচনা। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন শ্রী গিরীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, শ্রী সুনীল চন্দ্র দেবনাথ ও শ্রী প্রণব দাশ। ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আরতি ও পরে শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবনাদর্শ আলোচনা। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমদ্ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী গরিবদের বাড়ির জন্য ভূমি পূজা এবং ভিত্তিপ্রস্তর করবেন: সিদ্ধার্থ নাথ

প্রয়াগরাজ, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : গরিবদের উপর অত্যাচার করে তাদের জমি দখল করে নেওয়া জমি উদ্ধার করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার গরিবদের বাড়ির ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর করবেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় এখানে ৭৫ জন দরিদ্র মানুষকে আবাসন দেওয়া হবে। লুকারগঞ্জে প্রস্তাবিত মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ও ভূমি পুজোর স্থান পরিদর্শন করে মন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিং এ কথা বলেন। তিনি বলেন, শুধু এলাকা নয়, জমি নয়, সবই আতিক আহমেদ ও তাদের গুণ্ডার নামে পরিচিত। তিন-চার দিন আগে জমি সমতল করার সময় সমাজবাদী পার্টির প্রায় পাঁচ হাজার পতাকা পড়ে ছিল।
আগামীকাল রবিবার মুখ্যমন্ত্রী এসে ভূমিপুজো করবেন। এখানে নির্মিত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৭৫ জন দরিদ্র মানুষকে আবাসন দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই একই কারবালা প্রয়াগরাজ, যেখানে মাদ্রাসার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।
সিদ্ধার্থনাথ বলেন, অখিলেশ যাদব চালাতেন মাফিয়ারাজ, গুণ্ডারাজ। আমরা রামের ভক্ত, তাই রামরাজ চালাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী এক বছর আগে প্রয়াগরাজেই বলেছিলেন, মাফিয়াদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া জমিতে গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে।

আর কে পুর মন্ডলে বিজেপির উদ্যোগে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।। আজ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর শুভ জন্মদিন। যথাযোগ্য মর্যাদায় আর কে পুর মন্ডল কার্যালয় সহ ৫৬টি এক যোগে পালন করা হয়। আর কে পুর মন্ডলের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , মন্ডল সহসভাপতি জয় পদ সাহা ও নন্দদুলাল বণিক , সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মন, প্রদেশ কমিটির সদস্য হারুন চৌধুরী সহ সকল মোর্চা সভাপতি ও বিভিন্ন পদাধিকারী গন এবং সর্বস্তরের কার্যকর্তা গন। সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় , বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

কাকড়াবনে অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।।কাকড়াবন অনুষ্ঠিত হলো পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অংকন প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরনীয় সভা - ২০২১। আয়োজনে সোনালিসা আর্ট স্কুল। অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার কাঁকড়াবন কমিউনিটি হল ঘরে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতি জেলা বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার , কাকড়াবন আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা,” বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্র , বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী - অরুণ দেবরায় , ঝোটন দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।অঙ্কন প্রতিযোগিতা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় শিল্পকলা চর্চার উপর সকলকে গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন। সভায় উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

বিশ্বভারতী উপসনা গৃহে পালিত হচ্ছে খ্রীষ্ট উৎসব, পর্যটকদের ঢল

শান্তিনিকেতন,২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রথা অনুযায়ী বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হচ্ছে খ্রীষ্ট উৎসব। উপাসনা গৃহে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট উৎসব সূচনা হয়। পরে ছাতিমতলায় মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে বড়দিনে মাতল শান্তিনিকেতন। বহু মানুষ বাইরে থেকে এই উৎসবে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন। পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আধিকারিক, আশ্রমিকেরা অংশ নেন এই খ্রীষ্টোৎসবে।
তবে অন্যান্য বছর আগত পর্যটকরা উপসনা গৃহ প্রাঙ্গন ঢুকে অংশগ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ২০২০ -এর পর থেকে সে সুযোগ সর্বসাধারণ জন্য বন্ধ করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবছরও কিন্তু সে নিয়ম রয়েছে। এছাড়া পড়ুয়াদের জন্য কিছু নিয়ম লাঘু করা হয়েছে ,সাদা বস্ত্র পড়ে প্রবেশ করানো হয়েছে একই সাথে মোবাইল ফোন বিশ্বভারতী নিরপত্তা রক্ষীদের কাছে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলেক করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালিত হয়ে আসছে শান্তিনিকেতনে।

উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের ২য় বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।। গতকাল উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের ২য় বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মুজুমদার ।আগামী ২বছরের জন্য সাংস্কৃতিক মঞ্চের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নব গঠিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন শীতল চন্দ্র মজুমদার, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শেখর ভট্টাচার্য, সম্পা সরকার, অমলেন্দু চক্রবর্তী, প্রিয় লাল লঙ্কর, রত্না সোম, রতন সাহা, স্বপন চক্রবর্তী, কমল দেব। কার্যকারী কমিটি সভাপতি তাপস দাস, সহ সভাপতি নন্দ দুলাল দেবনাথ, সম্পাদক সুবীর দাস, কোষাধ্যক্ষ গৌতম নন্দী, অফিস সম্পাদক তনয় দীপ রায়, কার্যকারী কমিটির সদস্য অনুসম চৌধুরী, সুশান্ত দাস, রাম কৃষ্ণ দেবনাথ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মালবিকা সরকার(নাগ), বিশ্বজিৎ দাস, সঞ্জীব সাহা, শান্তনু দাস। পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার নতুন কমিটির মাধ্যমে উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চকে আরো উচ্চ শিখরে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল লক্ষণীয়।

দূর্ঘটনায় আহত এক ব্যাক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।। আজ বড়দিন। মেরি ক্রিসমাস ডে। সবাই যখন বড়দিন পালনে ব্যস্ত ঠিক তখনই শনিবার বড়দিনের সকালবেলায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক যুবক। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর চন্দ্রপুর কাঠালতলী বাজার এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে একটি কমান্ডো গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে ,ফলে গুরুতর ভাবে আহত হয় বাইক চালক। বাইক চালকের নাম পান্না লস্কর। সাথে সাথে স্থানীয়বাসির ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেন। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত বাইক চালক পান্না লস্করকে টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য, খবর লেখা অব্দি আহত বাইক চালক পান্না লস্কর হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্লাস্টিকের চাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।। ভেজাল দ্রব্যের রমরমার পাশাপাশি এবার শিশু খাদ্য ভেজাল ধরা পড়লো। ঘটনা উদয়পুর খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুখাদ্যে প্লাস্টিক চাল দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, নিয়মমাফিক খিলপাড়া শীতলাতলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শিশুদের প্রদত্ত মিড-ডে মিলের সামগ্রী প্রদান করা হয়। শিশুদের অভিভাবকরা চাল, ডাল, সয়াবিন সহ প্রদত্ত সামগ্রী গুলি পেয়ে সবাই খুশি বাদ সাধে এবার সরবরাহ করা চাল নিয়ে । অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত চাল রান্না করতে গেলে ভিন্নধর্মী অর্থাৎ প্লাস্টিক চাল এর সরবরাহ দেখে অভিভাবক মহলে চক্ষু চড়কগাছ। চাউল গুলি দেখতে সাধারণ চালের চেয়ে একটু বড় এবং সহসাই তা জলের উপর ভেসে ওঠে। অনেকের মতে এই চাল শিশু কিংবা বৃদ্ধ সকলের জন্য মারাত্মক এবং ক্ষতিকারক। সরকারিভাবে সরবরাহ করা শিশু খাদ্যে যদি ভেজাল থাকে তাহলে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কে সুনিশ্চিত করবে এই নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।। রাজ্যের প্লাস্টিকের চাউলের অভিযোগ নতুন কিছু নয় যদিও এর আগে রাজ্যের বহু রেশন সপে প্লাস্টিক চাল দেওয়ার অভিযোগ এসেছে। এলাকাবাসীর তরফ থেকে সরকার কে বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

বৃদ্ধি পাচ্ছে। বক্সনগর দুপুরিয়াবান্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক স্বল্পতা সহ শিক্ষকদের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ধরেছে। দুপুরিয়াবান্দ উচ্চ বিদ্যালয় মোট ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।২৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ।তাদের চরম গাফিলতির কারণে স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা লাটে উঠেছে বলে ছাত্র-ছাত্রী মহলের অভিযোগ। স্কুলের ইনচার্জ সিরাজ মিয়া নামে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান শিক্ষকের মধ্যে ২ জন শিক্ষক ডেপুটেশনে রয়েছে, তিনজনের মধ্যে দুইজন মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটিতে চলে গেছেন। তাই একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ প্রায় সময়ই স্কুলে ৫ জন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না ।তাই তাদের সম্পূর্ণ ক্লাস করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ।সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের ধারণা একটি স্কুল ৫ জন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে পরিচালনা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বাঁচতে হলে ড্রাগসের চেইন নষ্ট করতে হবে এর উৎস ধ্বংস করতে হবে। এই কাজে তিনি ক্লাব ও মহিলাদের সহায়তা কামনা করেন। এই কাজে মহিলাদের পাশাপাশি ক্লাবগুলিকেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সুস্থ পরিবার ও সুন্দর পরিবার গঠন করতে হলে নেশামুক্ত পরিবার গঠন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে সুস্থ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে শিশুদের প্রতিভারও বিকাশ ঘটাতে হবে। এই কাজেও ক্লাবগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রান্তিক ক্লাব সহ বনমালীপুর এলাকার ৭টি ক্লাবকে আগামী ১ বছরের মধ্যে নেশামুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন সঠিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, পরিবর্তনের ত্রিপুরায় যে গতিতে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলছে তাতে রাজ্যের জনগণের রোজগার বেড়েছে। আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে ত্রিপুরা। তিনি ক্লাব ও সংস্থাগুলিকে আরও বেশী করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রান্তিক ক্লাবের সভাপতি ডা. প্রদীপ ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সহ সভাপতি কল্পনা ভৌমিক। প্রান্তিক মেলা-২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ১৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

১৫-১৮ বছরের শিশুদের

● প্রথম পাতার পর

রাখতে আমরা নিরন্তর কাজ করছি। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে টিকার বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
এদিন প্রধানমন্ত্রী জানান, “আজ দেশে ১৮ লক্ষ আইসোলেশনে বেড আছে। ৫ লক্ষ অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড তৈরি হয়েছে। ১ লক্ষ ৪০ হাজার আইসিইউ বেড, ৯০ হাজার বেড বাচ্চাদের জন্যও আছে। ৩ হাজারের বেশি পিএসএ অক্সিজেন প্লান্ট কাজ করছে। ৪ লক্ষ অক্সিজেন সিলিন্ডার দেশজুড়ে দেওয়া হয়েছে।”
আজ অটলজির জন্মবার্ষিকী, ক্রিসমাসও।১৫ বছর থেকে ১৮ বছরের শিশুদেরও করোনা টিকা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নয়া বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে করোনা টিকা প্রদান করা হবে। তিনি।
ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে করোনাভাইরাস টিকার বুস্টার ডোজের পক্ষে সওয়াল করছিলেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। এবার সেই পথেই হাঁটল ভারত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বুস্টার ডোজ বলা হল না। কেন্দ্রের তরফে জানানো হল, আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে দেশবাসীর একাংশকে করোনা টিকার "Precautionary Dose" বা ‘সতর্কতামূলক ডোজ’ প্রদান করা হবে। থমসারির করোনাভাইরাস যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘সতর্কতামূলক ডোজ’ দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে কো-মর্বিডিটি থাকা ষাটোর্ধদের ‘সতর্কতামূলক ডোজ’ প্রদান করা হবে। তবে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন লাগবে।
এদিন তিনটি বড় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী সেগুলি হল
এবার করোনার টিকা পাবেন দেশের ১৫ উর্ধ বয়সিরাও। ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে এই টিকাকরণ শুরু হবে। প্রথম সারির করোনা যোদ্ধারা পাবেন ‘প্রিকশন ডোজ’। ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে এই পর্যায়ের টিকাকরণ শুরু হবে।
ষাটোর্ধদের কো-মর্বিডিটি থাকলে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নেওয়া যাবে ‘প্রিকশন ডোজ’। তাঁদেরও এই টিকাকরণ শুরু ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে।
প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখনও বিজ্ঞানের দাঁড়িপাল্লায় মেপে বলতে পারব না, বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশনের কতটা বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু এটুকু আমরা বিশ্বাস রাখছি, অতিমারীর শেষপর্বে আমরা চাইছি, স্কুল-কলেজ খুলুক। বাবা-মায়েরাও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাবলীলভাবে স্কুলে ফিরিয়ে দিক। সবমিলিয়ে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের ভ্যাকসিনেশন প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাস্থ্যকর্মী এবং ষাটোর্ধদের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে বুস্টার ডোজের কথা বললেন, তাতে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কোন ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। কারণ, ভারতে কোভিশিল্ডের সাপ্লাই যথেষ্ট আছে। কোভ্যাকসিনের সাপ্লাই সত্যিই বেড়েছে কি না আমরা জানি না। তাহলে আমাদের যদি বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি শুধু কোভ্যাকসিনের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে, আমাদের হাতে যথেষ্ট কোভ্যাকসিন আছে কি না। যাই হোক, আমরা দুটো ঘোষণাকেই স্বাগত জানাচ্ছি।’
অন্যদিকে, শিশু চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া জরুরি ছিল। এটা খুবই ভাল সিদ্ধান্ত। স্কুল খুলে গিয়েছে। তাই ওদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে। সব দিক থেকে দেখলে ছোটদের টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছিল। ওমিক্রনে বাচ্চারাও আক্রান্ত হচ্ছে। এ বার তারাও টিকা পেলে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে। টিকাকরণের ফলে সংক্রমণ কতটা কমবে এখনই তা বলা না গেলেও টিকায় মৃত্যুহার কমছে লক্ষ্যণীয় হারে।”

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী পরিসংখ্যান অনেক কম, সেসব স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে। স্কুল গুলি বন্ধ করে দিতে চাইছে। কোন নিতি অনুসরণ করে সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা স্পষ্ট করা দরকার। সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করে ব্যবসা উন্মুক্ত ব্যবস্থা করে দিতে চাইছে। তাই দাবি জানানো হচ্ছে সরকার যাতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে এবং সরকার কি কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা তদন্ত হওয়া দরকার।
শিক্ষা নিয়ে মুনাফা কামানোর ব্যবস্থা করতে চাইবে বর্তমান সরকার তা হয়তো রাজ্যবাসীর চিন্তার বাইরে ছিল। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের পড়াশুনা করার সুবিধা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন তিনি।
তিনি আরো বলেন বিদ্যারজ্যোতি নিয়ে শহরে স্কুলগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে সরকার। কিন্তু সরকারের এ ধরনের চিন্তাভাবনা রাজ্যের ১০০ টি স্কুলে ১ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী অধিক গুরুত্ব পাবে। সরকারের আলাদা নজর ঠিক নয়। এতে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। ছেলেমেয়েদের বিভাজনের চিন্তাভাবনা এখন'ই চলে আসবে। ভবিষ্যতের উপর প্রভাব পড়বে। তাই রাজ্যের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এক নজরে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন মানিক সরকার। সম্প্রতি দেখা গেছে শহরে গান্ধীঘাট হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের কাছে দাবি রাখা হচ্ছে সরকার যেন এ ধরনের উচ্ছেদ করার আগে হকারদের স্থায়ী ব্যবসা করার জায়গা তৈরি করে দেয়। কারণ না হলে এ ধরনের উচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে অমানবিক।
সুতরাং গরিবদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন সম্প্রতি মহাকরণে এক মন্ত্রী বলেছেন ওমিক্রন এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে চিহ্নিত হয়নি। আর ওমিক্রন পরীক্ষার মেশিন ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। কলকাতা থেকে এক সপ্তাহ পর রিপোর্ট আসে। কিন্তু মাঝখানের সময়ে বিভিন্ন কিছু ঘটে যেতে পারে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন ওমিক্রন পরীক্ষার মেশিন ফেব্রুয়ারি মাসে আসবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মেশিনটি আসতে যদি সময় লাগে তাহলে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করা দরকার। কারণ এই মেশিন ত্রিপুরা মতো একটি প্রত্যন্ত রাজ্যে দ্রুত দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।
সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য আরও অভিযোগ করেছেন যে বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে। নির্দেশিকা অনুসারে, কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু এখানে, এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা এই সমাজের দরিদ্র ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আয়কে বাধাগ্রস্ত করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারকে এ বিষয়টি গভীরভাবে দেখা উচিত। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের নেতৃত্ব বাদল চৌধুরী এবং রতন ভৌমিক প্রমুখ।

ভবনের

● প্রথম পাতার পর

তাঁর শুভেচ্ছাবাণী, আমাদের আগামীর পথ চলায় অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। তিনি বলেন, প্রভু যীশুর ইতিবাচকতা, ন্যায় ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের ব্যক্তি জীবনের অনুসরণীয়।
এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড়দিনের উতবের মুহুর্তে ত্রিপুরার জন্য খুশির খবর বয়ে এনেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা সফরে আসছেন। গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর কার্যালয় থেকে সফর নিশ্চিত করে বার্তা এসেছে। তিনি বলেন, আগামী ৪ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরায় আসবেন। আগরতলায় এমবিবি বিমান বন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন। তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এদিকে, শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং মুখ্যসচিবের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এমবিবি বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনালের উদ্বোধনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
প্রসঙ্গত, নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধনের মধ্য ওই এমবিবি বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক রূপ পেতে চলেছে। ৪৩৮ কোটি ব্যয়ে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মিত হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গুয়াহাটির পর আগরতলা বিমান বন্দর সবচেয়ে ব্যস্ততম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিমান বন্দর দিয়ে দেশের পাশাপাশি প্রচুর বাংলাদেশী যাত্রী যাতায়াত করছেন।

খেলাধুলা

অনুশীলনের মাঝে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে প্রয়াত ওমানের জাতীয় দলের ফুটবলার

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ম্যাচের ঠিক আগে ওয়ার্ম আপের সময়েই মাঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন ওমানের জাতীয় দলের ফুটবলার মুখালিদ আল রাকাদি। ওমান্তেল লিগে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুওয়াইকের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য ওয়ার্ম আপ করছিলেন মুখালিদ। মুসক্যাট দলের অন্যান্য ফুটবলারদের সঙ্গে গা ঘামানোর সময়েই হৃদ যন্ত্র বিকল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। প্রয়াত হন ওমানের এই ফুটবলার। তড়িঘড়ি স্টেডিয়ামের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়ায় স্থানীয় হাসপাতালে। চিকিৎসকরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এগিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ওমানের এক স্থানীয় সংবাদ সংস্থা টুইট করে জাতীয় দলের এই ডিফেন্ডারের অকাল প্রয়াণের কথা প্রথম জানায়। টুইটে তারা লেখে, 'মুসক্যাট এফসি''র ফুটবলার মুখালিদ আল-রাকিদি হাসপাতালে পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আল-সুওয়াইক এফসি''র বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে অনুশীলনের সময়ে হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর।'

২৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে মুখালিদের ক্লাব মুসক্যাট এফসি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা বলেছে, 'ক্লাবে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স আল-রাকাদি''র পরিবার এবং পরিজন''কে সমবেদনা জানায়। তাঁদের পাশে রয়েছি আমরা প্রত্যেকে। প্রার্থনা করি আল-রাকাদি সর্বশক্তিমানের স্মরণ পাক। ঈশ্বর ওর উপর করুণা করুন। আমরা ভগবানের অংশ। তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন, আবার তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

বিশ্ব ফুটবলে সম্প্রতি একাধিক এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এরিকসেন যেমন হৃদরোগের সমস্যার কারণে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছেন। হার্টের সমস্যার কারণে সম্প্রতি ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন সার্জিও আগুয়েরোও। তবে মুখালিদের অকাল প্রয়াণ আরও এক বার নাড়িয়ে দিয়েছে ফুটবল বিশ্বকে।—হিন্দুস্থান সমাচার /

কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে খেলোয়াড়দেব ,স্পষ্টভাবে জানানো হবে: দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন প্রথম একাদশের বাইরে রাখা হচ্ছে তা খেলোয়াড়দের স্পষ্টভাবে জানানো হবে। স্পষ্ট করে দিলেন ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তিনি সাফ জানালেন, কোন পরিস্থিতিতে কোনও খেলোয়াড়কে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি কেন, তা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে স্পষ্টভাবে জানানো হবে।

বক্সিং ডে টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিসিআই) একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় দলের গভীরতার প্রসঙ্গে দ্রাবিড় বলেন, 'আমাদের হাতে যেরকম খেলোয়াড় আছে, তাতে অনেকে চোট পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাতে বিকল্প আছে। যারা দলের জন্য এগিয়ে আসবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে। যা ভারতীয় দলের জন্য ভালো দিক। যে জায়গায় থাকা অত্যন্ত ভালো বিষয়।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগামিকাল (রবিবার) প্রথম টেস্টে নামতে চলেছে ভারত। সেই টেস্টে প্রথম একাদশে অজিঙ্কা রাহানে থাকবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা আছে। আবার টেস্টে দুর্দান্ত অভিষেকের পর শ্রেয়স আইয়ার প্রথম একাদশে থাকবেন নাকি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভালো ছন্দে থাকা হনুমা বিহারী দলে থাকবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। সে বিষয়ে কিছু না জানালেও দ্রাবিড় স্পষ্ট করে দেন, প্রত্যেক খেলোয়াড়ই জানবেন যে কেন তাঁকে দলে রাখা হয়েছে বা রাখা হয়নি।

দ্রাবিড় বলেন, 'তবে সেইসঙ্গে কখনও কখনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তা সত্ত্বেও এরকম জায়গায় থাকা অত্যন্ত ভালো বিষয়। (দলে) এরকম গভীরতা থাকার বিষয়টাও দুর্দান্ত। বিশেষত আমরা যেভাবে ক্রিকেট খেলছি, তাতে আমরা যত গভীরতা বাড়িয়ে তুলব, তত আমরা প্রতিযোগিতামূলক হতে পারবে। সেটা আমরা কোনও নির্দিষ্ট দিনে যে প্রথম একাদশই বেছে নিই না কেন। এটার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল, খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রাখা। কেন কোনও নির্দিষ্ট ম্যাচে তাঁদের দলে রাখা হয়েছে এবং কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়টা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।' হিন্দুস্থান সমাচার/কাকলি

বিদেশিরা দলের শক্তি, আই লিগে নামার আগে মহমেডানকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দীপেন্দু

রবিবার শুরু হচ্ছে আই লিগ। সোমবারই লিগের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং। তাদের প্রতিপক্ষ সুদেবা এফসি। এখনও পর্যন্ত কোনও দিন আই লিগ জেতেনি সাদা-কালো ব্রিগেড। খরা কাটিয়ে এ বার জেতার স্বপ্ন দেখছে তারা। মহমেডানকে আরও অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তাদের সাম্প্রতিক ছন্দ।বহু দিন পর কলকাতা ফুটবল লিগ জিতেছে মহমেডান। পাশাপাশি আন্দ্রে চের্নিশভের দল ডুরান্ড কাপের ফাইনালেও উঠেছে। তবে আইএফএ শিল্ডে সাফল্য আসেনি। শিল্ডে যারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল, সেই রিয়াল কাশ্মীরের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায় তারা। কিন্তু আই লিগে নতুন স্বপ্ন নিয়ে নামতে চলেছে সাদা-কালো ব্রিগেড।মহমেডানকে শক্তি জোগাচ্ছে তাদের বিদেশি ফুটবলাররাই। গোকুলমে বছর তিনেক দাপটের সঙ্গে খেলা মার্কাস জোসেফ রয়েছেন তাদের দলে। ডুরান্ড কাপে পাঁচ গোল করে মহমেডানের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন তিনিই। আই লিগেও রয়েছে তাঁকে নিয়ে আশা।মন্টেনেগ্রোর আঞ্জেলো রুদোভিচ রয়েছেন মহমেডানে। সে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগে শতাধিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুযোগ তৈরি করায় তিনি দক্ষ। মরসুম শুরুর কিছু দিন আগে মহমেডান সই করিয়েছে ইসমাইল তান্দিরকে। পূর্ব ইউরোপের একাধিক দেশে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া নিকোলা স্টোজানোভিচ তো রয়েছেনই।শনিবার নিজেদের মাঠেই অনুশীলন করেছে মহমেডান। কড়া নজরে খেলোয়াড়দের শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষা করেছেন কোচ চের্নিশভ। মহমেডানের ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস আই লিগে দলের ম্যানেজার হিসেবেও রয়েছেন। শনিবার তিনি বলেছেন, ''আমাদের দলকে ৬ দিন নিভৃতবাসে থাকতে হয়েছে। আগে আমরা কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি। গোকুলমের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমাদের ছেলেরা যে ভাবে খেলেছে সে রকম খেললে সুদেবার বিরুদ্ধে অবশ্যই জিতব। নিকোলা, মার্কাসের সঙ্গে আজহার, ফৈয়াজ, চুলোভারাও ছন্দে আছে। কোচ যে ভাবে দলকে তৈরি করেছে তাতে লক্ষ্য আই লিগে জয়ী হওয়া। প্রথম ম্যাচটা গুরুত্বপূণ।

কোহলিকে প্রশংসায় ভরালেন দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন ভারতের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। বিসিসিআই.টিভি-তে পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে কিংবদন্তি ক্রিকেটার দ্রাবিড় বলেছেন, কোহলিকে তিনি ক্রিকেটার হিসেবে বড় হতে দেখেছেন। এবং কোহলি নিজেকে সেরা জায়গায় নিয়ে যেতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁকে অভূতপূর্ব ক্রিকেটার হিসেবে আখ্যা দিলেন দ্রাবিড়।

কোহলিদের কোচের দাবি, 'ও সব সময়ই উন্নতি করেছে এবং ধারাবাহিক ভাবেই করছে। ও এমন একজন প্লেয়ার যে উন্নত থেকে উন্নতর প্লেয়ার হওয়ার জন্য সব সময়ে প্রচেষ্টা করে গিয়েছে। ও যেখানেই খেলেছে সেখানেই দারুণ সাফল্য পেয়েছে।'

কোহলি যখন ভারতের হয়ে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন, সে সময়ে দ্রাবিড় ওর সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন। সেই স্মৃতি মনে করে নস্ট্যালজিক হয়ে পড়তে শোনা গিয়েছে শান্ত স্বভাবের ভারতীয় দলের হেড কোচকেও। সেই সময় থেকে কোহলিকে ধীরে ধীরে একজন পরিপূর্ণ ক্রিকেটার হয়ে উঠতে দেখেছেন দ্রাবিড়। এবং একজন মানুষ হিসেবেও ওর মধ্যে পরিবর্তনগুলো দেখেছেন। যা দ্রাবিড় অভূতপূর্ব বা অসাধারণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্রাবিড় বলেছেন, 'বিরাট কোহলির অভিষেক হওয়ার সময় আমি ওকে সামনে থেকে দেখেছিলাম। ও যখন ওর প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল, তখন আমি সেখানে ছিলাম এবং সেই নির্দিষ্ট খেলায় আমি ওর সাথে ব্যাটও করেছি। ১০ বছর পরে ও কী ভাবে একজন পূর্ণ ক্রিকেটার এবং একজন ব্যক্তি হিসাবেও নিজেকে তৈরি করেছেন, সেটা দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটা অসাধারণ। গত ১০ বছরে ভারতের হয়ে যে ধরনের পারফরম্যান্স ও করেছে, ব্যাট হাতে যে ভাবে একের পর এক ম্যাচ জিতিয়েছে, যে ভাবে ও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে, মাঠে যে সাফল্য পেয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব।'

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'ও দলের মধ্যে একটি সংস্কৃতি এনে দিয়েছে। যেটা ও এনেছে ফিটনেস, শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত ধরে। যা বাইরে থেকে দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। এখন শুধু ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওকে সমর্থন করতে হবে। এতে সাফল্য আসবে, এবং এর জন্য অপেক্ষাও করছি।' হিন্দুস্থান সমাচার/কাকলি

দ্রাবিড়যুগে নিশ্চিন্তে ব্যাট করছেন শ্রেয়স আয়ার

সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের হয়ে ৫৪টি ম্যাচ খেলে ফেললেও টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত শ্রেয়স আয়ার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচেই শতরান করে শুরু করেছিলেন তিনি। এর পর ২৭ বছরের এই ব্যাটারকে দক্ষিণ আফ্রিকা না নিয়ে যাওয়া সত্যিই অন্যায় হত। অজিঙ্ক রহাণের ছন্দে না থাকা ফের সুযোগ এনে দিতে পারে শ্রেয়সের সামনে। তিনি নিজেও দলে নিশ্চিন্তে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন।এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেন, ''যে কোনও পেশাদার ক্রিকেটারের স্বপ্ন টেস্ট ক্রিকেট খেলা। আমি সব সময় ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে খেলতে চেয়েছি। তবে নিজের উপর কখনও চাপ দিইনি। নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা রেখেছি। এত দিন পর সুযোগ পেয়েছি এবং আমি তৈরি দীর্ঘ দিন ধরে সাদা বলের ক্রিকেট খেলার পরেও শ্রেয়সের মনে একটা অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, ''যেটা ভালবাসি, আমি সেটাই করছি। তবে আমি কখনও তৃপ্ত হই না। যা পেয়েছি তাতে আমি খুশি। কিন্তু সব সময় মনে করি আমার আরও পাওয়া বাকি আছে। আরও খাটতে হবে, আরও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।''শ্রেয়সের ক্রিকেট জীবনে কানপুরের মাঠ খুবই উল্লেখযোগ্য। এই মাঠেই রঞ্জি ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছিল। অভিষেক ম্যাচে শতরানও এসেছে এই মাঠেই। তবে চাপ ছিল না বলেই জানিয়েছেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, ''আমি নিজের মতো খেলতে চাই। এই ম্যানেজমেন্ট আমাকে সেই খেলাটাই খেলতে দিয়েছে। রান করার বল পেলে আমি মারবই।''রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় দলে খেলেছেন শ্রেয়স। আইপিএল-এ তাঁর বিরুদ্ধেও খেলেছেন। শ্রেয়স বলেন, ''রোহিতের অধিনায়কত্বের নিজস্ব ধরন আছে। দলের থেকে আসল খেলাটা বার করে নিতে জানে। সবাইকে খুব উৎসাহ দেয়, তরুণদের সঙ্গে নিয়ে খেলতে জানে।

আগামীকাল রবিবার সেঞ্চুরিয়নে শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট

সেঞ্চুরিয়ন, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : আগামীকাল রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। সেঞ্চুরিয়নের সুপার স্পোর্ট পার্কে হবে ম্যাচ। তবে বিরাট কোহলীদের খেলা ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ম্যাচের মাঝেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথম দিন রবিবার সে ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে পরের দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া দফতর থেকে। প্রথম সেশন চলাকালীন বৃষ্টি হতে পারে।

ফলে সেঞ্চুরিয়ন সেই সময় পেসারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবারও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

সেঞ্চুরিয়নের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকা মানেই তা ব্যাটারদের কাছে ত্রাস হয়ে উঠবে। মেঘলা আবহাওয়ায় জোরে বোলারদের সুইং পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কোহলীদের কাছে চিন্তার কারণ থাকছেই।

এ বারই দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ জেতার ভাল সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কার্যত আনকোরা দল নিয়ে নামছে। সেখানে ২০১৭-১৮ সফরে ভারত যে দল নিয়ে এসেছিল, তার বেশিরভাগ সদস্যই রয়েছেন এই দলে।

এক দিনের সিরিজের প্রস্তুতি শুরু, স্থানীয় ক্রিকেটে দ্বিশতরান সূর্যকুমারের

রবিবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে ভারত। তিনটি টেস্টের পর তারা এক দিনের সিরিজ খেলবে। কিন্তু এখন থেকেই সেই সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। মুম্বইয়ের স্থানীয় ক্রিকেটে ঝোড়ো ইনিংস খেলে দ্বিশতরান করলেন তিনি।পুলিশ শিল্ডে পায়াদে এসসি-র বিরুদ্ধে পার্সি জিমখানার হয়ে খেলতে নেমেছিলেন সূর্য। তিন দিনের ম্যাচের প্রথম দিনে বিপুল রান তুলল পার্সি জিমখানা। সূর্যকুমার একাই ১২২ বলে ২৪৯ রান করেছেন। ৩৭টি চার এবং ৫টি ছয় মেরেছেন তিনি। ৯০ ওভারে ৫২৪-৯ তুলেছে পার্সি জিমখানা।বিজয় হজারে ট্রফিতে খুব একটা ভাল ছন্দে ছিলেন না সূর্য। একটি ম্যাচেও অর্ধশতরান করতে পারেননি। মুম্বইও নকআউটে উঠতে ব্যর্থ। জয়পুরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ জেতানো ৬২-র পর এই প্রথম রান এল তাঁর ব্যাটে।এক ওয়েবসাইটে সূর্য বলেছেন, ''মধ্যাহ্নভোজের পর ব্যাট করতে নেমে বোলারদের আক্রমণ করার চেষ্টা করছিলাম।

রবিবার শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট, কেমন থাকবে সেঞ্চুরিয়নের আকাশ

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। সেঞ্চুরিয়নের সুপার স্পোর্ট পার্কে হবে ম্যাচ। তবে বিরাট কোহলীদের খেলা ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ম্যাচের মাঝেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবার সে ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে পরের দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া দপ্তরের সরকারি ওয়েবসাইটে। প্রথম সেশন চলাকালীন বৃষ্টি হতে পারে। ফলে সেঞ্চুরিয়ন সেই সময় পেসারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবারও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে।সেঞ্চুরিয়নের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকা মানেই তা ব্যাটারদের কাছে ত্রাস হয়ে উঠবে। মেঘলা আবহাওয়ায় জোরে বোলারদের সুইং পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কোহলীদের কাছে চিন্তার কারণ থাকছেই।এ বারই দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ জেতার ভাল সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কার্যত আনকোরা দল নিয়ে নামছে। সেখানে ২০১৭-১৮ সফরে ভারত যে দল নিয়ে এসেছিল, তার বেশিরভাগ সদস্যই রয়েছেন এই দলে।

অনূর্দ-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কাছে হার ভারতের

শারজা, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : সিনিয়রদের পর পাকিস্তানের কাছে হেরে গেল ভারতীয় জুনিয়র ক্রিকেট দল। শেষ বলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হল।এশিয়া কাপে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান।

প্রথমে ব্যাট করে ৪৯ ওভারে ২৩৭ রান তুলেই থেমে যায় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪০ তুলে ২ উইকেটে ম্যাচ জেতে পাক দল। চলতি অনূর্ধ ১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে অভিযান শুরু করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচেই পাকিস্তানের কাছে হারল ভারতের ছোটরা। শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ২ উইকেটে হারল টিম ইন্ডিয়া। এ দিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে হারানোর জন্য এই প্রতিযোগিতায় লাগাতার দুই ম্যাচ জিতে নিল পাকিস্তান।

এদিন টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় পাকিস্তান। শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। ওপেনার হার্নুর সিং বাদ দিলে বাকিরা দুই অঙ্কের রানই পেরোতে পারেননি। জিশান জামিরের বলে তখন কাঁপছেন ভারতের ব্যাটাররা। ১০০ রানের মাথায় পাঁচ উইকেট হারায় ভারত।

জবাবে পাকিস্তানের ওপেনার আব্দুল বঙ্গালজাই শুরুতেই ফিরে যান। তবে পাক দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন মাজ সদাকত এবং মহম্মদ শেহজাদ। এক দিকে শেহজাদ ধরে থাকেন ইনিংস। উল্টো দিকে পাকিস্তানের একের পর এক ব্যাটার এসে ফিরে গেলেও প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় অবদান রেখে যান। ইরফান খান ৩৩, রিজওয়ান মাহমুদ ২৯ রান করেন। শেহজাদ আউট হন ৮২ রানে। এরপর আহমেদ খানের অপরাজিত ২৯ রান জিতিয়ে দেয় পাকিস্তানকে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ই জানুয়ারি থেকে ১৪ই জানুয়ারি, ২০২২ ইং পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষ্যে চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলী এস.বি. স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে এক মেলার আয়োজন করা হবে। উক্ত মেলায় যে সকল দোকানদাররা স্টল দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরে ধার্যকৃত কর জমা দিয়ে তার প্রমাণপত্র সহ (ব্যাঙ্ক স্লিপ/অনলাইন তথ্য) নলছড় আর.ডি. ব্লক অফিসে এসে বি.ডি.ও, নলছড় এর নিকট স্টলের বিবরণসহ আবেদনপত্র জমা দিলে বরাদ্দকৃত স্টলের ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হবে। যে সকল দোকানদাররা প্রথমে আসবে তারা অগ্রাধিকার পাবে এবং সেই অনুসারে ভিট বণ্টন হবে। প্রতি দোকানদারের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ জায়গার পরিমাণ ১০ হাত/১০ হাত। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০/০১/২০২২ ইং। তার পূর্বে ভিট বণ্টন শেষ হয়ে গেলে আর আবেদন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কেউ টাকা জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। ধার্যকৃত কর ঃ- হাত প্রতি ১০০ টাকা।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য ঃ-

Bank A/C No :- 006112040000024
Bank Name :- TSCB, Nalchar
IFS code :- ICIC00TSCBL

যোগাযোগের নম্বর ঃ- ৯৩৬৬৯৬৪৫৭৫/ ৭০০৫৫৮৩৫৯৬/ ৮৯৭৪৩২১৮০৪

email :- bdonalchar@gmail.com

ইতি
নিবেদক
Sd/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
নলছড় আর.ডি. ব্লক
সিপাহীজলা জেলা, ত্রিপুরা

ICA-D-1528/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মরিয়মনগর গির্জায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তাঁর স্ত্রী নীতি দেব। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

শান্তিই সমৃদ্ধি ও উন্নতি আনতে পারে, মরিয়মনগরের শান্তি রাণী ক্যাথলিক চার্চে বড়দিনের অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। শান্তিই সমৃদ্ধি ও উন্নতি আনতে পারে। পবিত্র বড়দিনে শান্তির বার্তা জাতি জনজাতির মিলনস্থল ত্রিপুরার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক। আজ সদর মহকুমার মরিয়মনগরের শান্তি রাণী ক্যাথলিক চার্চে ভগবান যীশুর জন্মদিনে বড়দিনের কেক কেটে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সহজেই সংযোগ তৈরী হয়। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করলেই জীবন সুন্দর হয়। জীবনে সফলতার জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা।

মরিয়মনগরের শান্তি রাণী ক্যাথলিক চার্চে বড়দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২১ জানুয়ারি রাজ্যে পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সাথে সাথে ত্রিপুরায় পূর্ণ রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে। পূর্ণ রাজ্য দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানেই ভিশন-২০৪৭'র রূপরেখা তুলে ধরা হবে। ২০২২ থেকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যের আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে রাজ্যে কি কি উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হবে তা এই রূপরেখাতে থাকবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক অভিভাবকই চান তার সন্তান শ্রেষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠবে। অভিভাবকদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই আগামী ২৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়েই ভিশন-২০৪৭'র রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো দিশাতেই রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বিকাশে ক'ষিক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ক'ষিক্ষেত্রে ক'ষকদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে ক'ষকদের আয় বেড়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ক'ষকদের মাসিক আয় ছিল ৬৫৮০ টাকা। ২০২০-২১ সালে ক'ষকের আয় বেড়ে হয়েছে ১১,০৯৩ টাকা। ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করতে রাজ্য সরকার সহায়ক মূল্যে ক'ষকদের কাছ থকে ধান ক্রয় করছে। চলতি বছরেও সরকার ক'ষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করবে। প্রতি কেজি ধানের জন্য ক'ষকরা পাবেন ১৯ টাকা ১৮ পয়সা। রাজ্যের প্রায় ২.৩৫ লক্ষ ক'ষককে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। এই যোজনায় ক'ষকগণ বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের জনগণের উৎপাদিত আনারস বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে প্রায় ১২১ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরণের পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৪ জানুয়ারি আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, করোনা অতিমারীর প্রভাব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ওমিক্রন নামে নতুন রূপে করোনা বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সৌভাগ্যের কথা আমাদের রজ্যে এখনও ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। তবে আমাদের সকলকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। শ্রীচক্রবর্তী সকলকে করোনার বিধিনিষেধ পালন করে চলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদক নিতি দেব। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন মরিয়মনগর শান্তি রাণী ক্যাথলিক চার্চের ফাদার লিনাস। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন অরুন্ধতীনগরস্থিত ইউনিয়ন ব্যাপটিস্ট চার্চেও বড়দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২২টি কৃষক সংগঠন সম্মিলিত হয়ে পঞ্জাবে নয়া রাজনৈতিক দল 'সংযুক্ত সমাজ মোর্চা

চণ্ডীগড়, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স) : এতদিনের আন্দোলন ছিল অরাজনৈতিক। লড়াইয়ে কোনও রাজনৈতিক দলকেই শরিক হতে দেননি কৃষকরা। সেই লড়াইয়ে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। এবার আন্দোলনকারী কৃষকরা নামছেন সক্রিয় রাজনীতিতে। তাঁদের মনে হচ্ছে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে হলে ভোটে জেতা দরকার। শনিবারের বারবেলায় পঞ্জাবের ২২টি কৃষক সংগঠন এক ছাতার তলায় এসে তৈরি করে ফেলল নতুন রাজনৈতিক দল। সংযুক্ত সমাজ মোর্চা। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি জুড়ে গেল রাজনীতি। কৃষক সংগঠনের নেতাদের দাবি, সংযুক্ত কিষান মোর্চা অনেকগুলি আলাদা আলাদা মতাদর্শের সংগঠনের ঐক্যমঞ্চ ছিল, তেমন এটাও একটা ঐক্যমঞ্চ। এটা কোনও রাজনৈতিক দল নয়, বরং এটা একটা মোর্চা। কৃষক নেতা হরমীত সিং কাদিয়ান বলেন, "আমরা সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে আন্দোলন করে জয়ী হলাম। কিন্তু তারপর ঘরে ফিরে দেখলাম আমাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই যুদ্ধে জিততে হলে, আমাদের নির্বাচনেও জিততে হবে।"

জানা গিয়েছে, এই সংযুক্ত সমাজ মোর্চার নেতৃত্বে থাকবেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা বলবীর সিং রাজেওয়াল। তাঁর বক্তব্য, জনগণের দাবি মেনেই এই রাজনৈতিক দল তৈরি করা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ এই দলে যোগ দিয়েছেন। আপাতত তাঁর লক্ষ্য, দলের সংগঠন মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো। নবগঠিত সংযুক্ত সমাজ মোর্চা পঞ্জাবের সব আসনেই লড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট করে লড়তে পারে এসএসএম। যদিও কৃষক নেতারা সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা পঞ্জাবের ১১৭টি আসনেই লড়বেন।

পাকিস্তানি ফৌজের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়াল তালিবান জঙ্গিরা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানি ফৌজের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়াল তালিবান জঙ্গিরা। পাক-আফগান সীমান্তে পাকিস্তানি ফৌজের দেওয়া বেড়া উপড়ে ফেলে তাদের গুলি করার হুমকি দিল তালিবান জঙ্গিরা। ডুরান্ড লাইনে ঘটা এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামাবাদ।

ঘটনার সূত্রপাত হয় পাক সীমান্ত লাগোয়া আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে। সেখানে সীমান্ত বরাবর বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে পাকিস্তানি ফৌজ। কিন্তু সেই ফেন্সিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সেখানে মোতায়েন তালিবান সীমান্তরক্ষীরা। শুধু তাই নয়, বাধা দিলে পাক ফৌজিদের গুলি করারও হুমকি দেয় তারা। এই ঘটনায় রীতিমতো বিপাকে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রশাসন। বাধ্য হয়ে মুখরক্ষায় কাবুলের তালিবান প্রশাসনের কাছে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামাবাদ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘাত নতুন কিছু নয়। এবার তালিবানও স্পষ্ট করে দিল যে দুই দেশের সীমান্ত নির্ধারণকারী ডুরান্ড লাইন মানবে না তারা।

বলে রাখা ভাল, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করেছে পাকিস্তান। আর অতীতকাল থেকেই সেই সীমান্ত নিয়ে সংঘাত চলছে কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে। ১৯৪৭ সাল থেকে কোনও আফগান সরকার ডুরান্ড লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাক নীতিনির্ধারকরা মনে করছিলেন তালিবান ক্ষমতায় এলে তারা সেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল জেহাদিরা।

এদিকে, সীমান্ত সংঘাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তুলোধোনা করছে বিরোধীরা। পাক সেনেটের চেয়ারম্যান তথা পিপিপি দলের নেতা রাজা রব্বানি স্পষ্ট বলেন, "ওরা (তালিবান) ডুরান্ড লাইনকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আমরা কেন সেই সরকারকে আন্তর্জাতিক মান্যতা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।" শুধু তাই নয়, আফগানিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবানের শক্তি সংগ্রহ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সবমিলিয়ে, পাকিস্তানের জন্য বিপদ যে ক্রমে বাড়ছে তা স্পষ্ট।

একটি জলজ উদ্ভিদ ফুলের ভিন্ন নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। একটি জলজ উদ্ভিদ ফুলের ভিন্ন নাম। কোনো কোনো মানুষ এই ফুল টিকে রক্ত শাপলা, শালুক ফুল বলে থাকে। মূলত এই ফুলটির নাম শাপলা ফুল।এটি গুল্ম জাতীয় হলেও জলজ উদ্ভিদ। এই শাপলা ফুলের চাষ মূলত জলাশয়ে করা হয়। বিশেষ করে এই শাপলা ফুলের কদর মনসা পূজার সময়ে দেখা যায়।

এছাড়াও শহরের বিভিন্ন ফুল ব্যবসায়ীরা এই ফুলটি চড়া দামে বিক্রি করে খদ্দেরের কাছে। কারণ সামাজিক যেকোনো অনুষ্ঠানে এই ফুলটি ব্যবহার করা হয় সুন্দরায়নের জন্য। এই শাপলা ফুলের চাষ করে যেকোনো বেকার যুবক /যুবতীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে অল্প শ্রমদানের মাধ্যমে। এই রক্ত শাপলা ফুলের প্রসঙ্গ নিয়ে

কথা হচ্ছিল তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাটের জারুলং বাড়ি এলাকার সুধীর দেবনাথের সাথে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, রক্ত শাপলা ফুলের মূল অর্থাৎ আলুর মতো বীজ কমলপুর থেকে এনে চাষাবাদ শুরু করে ছিলেন ৪/৫ বছর পূর্বে। বিশেষ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির সময় জলাশয়ে এই ফুলের চাষ করতে হয়। চাষ শুরু করার প্রায় ৬ মাস পর থেকে ফুল ফুটতে থাকে। জলাশয়ে মৎস্য চাষের সময় ও এই ফুলের চাষ করা যায়। ফুলটি পরিপক্ক হয়ে চার পাঁচ দিন থাকে। সচরাচর এই ফুলের চাষ খুব কম মানুষজন করে। যার ফলে রক্ত শাপলা ফুল প্রায় দেখা যায় না বললেও চলে।ওই সুধীর দেবনাথ পুজোর মরশুমে একটি ফুল ১০ টাকা দামে বিক্রি করেন। তবে অল্প কায়িক পরিশ্রমে এই ফুল চাষ করে লাভের মুখ দেখা যায়। সেই দিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই রক্ত শাপলা ফুল চাষাবাদ করে দুস্থ পরিবারের লোকজনরা ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। রক্ত শাপলা ফুল আবার বাংলাদেশেও পাওয়া যায় বলে জানান সুধীর দেবনাথ।

রক্তদানে যুব সমাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে বললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। স্বেচ্ছা রক্তদান ভগবানের দানের মত। স্বেচ্ছা রক্তদানে হিন্দ, মুসলিম, খীষ্টান, জৈন ভেদাভেদ থাকে না। রক্তদান হচ্ছে এক অপূর্ব মেলবন্ধন। স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে শরীর ও মন ভাল থাকে। একজনের রক্তে একটি মূল্যবান প্রাণ বাঁচে। এই মহৎ কাজে যুব সমাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। আজ সকালে আগরতলার সেবা ও সহায়তা পরিষদ আয়োজিত মঠচৌমুহনীস্থিত কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুল প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, পুলিশী দায়বদ্ধতা কমিশনের চেয়ারপার্সন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. বিশাল কুমার, রামক'ষ্ণ মিশনের সন্যাসী স্বামী জ্যোতিরানন্দ মহারাজ, শিক্ষাবিদ পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সেবা ও সহায়তা পরিষদের সভাপতি পীযূষকান্তি সরকার প্রমুখ।

রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে ভগবান যীশুখীষ্ট ও ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতি বিনম শ্রদ্ধা'পন করেন। তিনি বলেন, প্রভু যীশু আমাদেরকে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা শিখিয়েছেন। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রচেষ্টাতেই পিছিয়েপড়া উত্তর-পূর্বা'ল আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আগে সংশয় ছিল রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হবে। শরীরের ক্ষতি হবে। সেটা ছিল ভ্রান্ত ধারণা। স্বেচ্ছা রক্তদানে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও যুবারা এখন এগিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার স্বপ দেখছেন। তাই ত্রিপুরাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য শুধু সরকারি চাকুরী নয়, চাই আত্মনির্ভরতা। আজ রাজ্যে লাইট হাউজ প্রজেক্ট, মার্ট সিটি, লজিস্টিক হাব, বিশেষ অর্থনৈতিক অ'লের মতো প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের উৎপাদিত পণ্য এখন দেশ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এতে রাজ্যের ক'ষকরা লাভবান হচ্ছেন। রাজ্যে এখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে ত্রিপুরা হয়ে উঠবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। নতুন ভোরের সূর্যোদয় দেখছে ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবা ও সহায়তা পরিষদের সম্পাদিকা শাশ্বতী দাস। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অতিথিগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিক'তিত্বে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। রক্তদান শিবিরে মোট ৫৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এরমধ্যে ১৫ জন মহিলা ছিলেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

২৯ বছর পাকিস্তানের জেলে কাটিয়ে দেশে ফিরলেন কুলদীপ সিং

জম্মু, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ ২৯ বছর পাকিস্তানের জেলে কাটিয়ে নিজের দেশ ভারতে ফিরলেন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার কুলদীপ সিং। শুক্রবার রাতে ঘরে ফিরলেন জম্মু-কাশ্মীরের কঠুয়ার বিল্লাওয়ারের মাকওয়াল গ্রামের বাসিন্দা কুলদীপ। তাঁর ঘরে ফেরার আনন্দ উদ্যাপনে আতশবাজি পুড়িয়ে স্বাগত জানান গ্রামবাসীরা।

১৯৯২ সালে গ্রেফতারের পর তাঁর উপর তিন বছর ধরে নির্যাতন চালিয়েছিল পাকিস্তানি সংস্থাগুলি। তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে একটি আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং পরে ২৫ বছরের কারাদণ্ডে পাঠানো হয়।

কঠুয়ার বিল্লাওয়ারের মাকওয়াল গ্রামের বাসিন্দা কুলদীপ। গ্রামবাসীরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে আতশবাজি পোড়ান এবং দেশের পাশাপাশি তাঁর জন্যেও স্লোগান তোলেন। সাংবাদিকদের সামনে কুলদীপ বলেন, "আমার সমস্ত বন্ধু, গ্রামবাসী এবং বিশেষ করে যুবকদের প্রতি আমার বার্তা হল ভুল পথ থেকে দূরে থাকুন। এটা ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু, দেশের জন্য কোনও ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষেত্রে কখনোই পিছপা হবেন না"।

ডক্টর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কল্যাণপুরে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। চিকিৎসকরা হচ্ছে সমাজের অন্যতম ভিত। চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মানব সেবার উপর ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে সমাজ চলছে। সমাজের বিভিন্ন সময়ে কঠিন থেকে কঠিনতর সময়ে আমরা যাদের উপর নির্ভর করে আমাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করি তারা হলেন এই চিকিৎসকরা। বিগত সময়ে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে আমাদের সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তার জন্য সর্বাগ্রে এই চিকিৎসক সমাজের কুর্নিশ প্রাপ্য। আজকে কল্যাণপুরে এই চিকিৎসকেরা,চিকিৎসা কর্মীরা আরো একবার অনন্য মানবসেবার নিদর্শন স্থাপন করলেন।

অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় কল্যাণপুরে আজ আয়োজিত হল এক সারা জাগানো রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরীসহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশের বরেণ্য চিকিৎসকরা, এই পর্বে সামিল ছিলেন কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডক্টর সন্দীপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

প্রধান অতিথি বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ রাজ্যের বরেন্য চিকিৎসকরা ঘুরে দেখলেন রক্তদান শিবির। যারা স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মতো মহৎ কাজে এগিয়ে আসলেন তাদের এই মহতী উদ্যোগকে কুর্নিশ জানালেন সমস্ত অংশের অতিথিরা। কল্যাণপুরের আজকের এই উদ্দীপিত রক্তদান শিবির থেকে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টর এসোসিয়েশন আবারো কল্যাণপুর বাসি তথা রাজ্যবাসীর কাছে বিনম্রভাবে রক্তদানের মত মহৎ কাজে এগিয়ে আসার আবেদন রাখলেন। আজকের এই সাড়া জাগানো রক্তদান শিবিরে প্রায় ২৫ জন রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ত দান করেছেন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। আজকের এই উদ্দীপিত রক্তদান শিবিরে কল্যাণপুর হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্মী সহ উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়।

জনজাতি জনপদে এখনও বহু পরিবার পাচ্ছে না সরকারি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। যে কোনো নির্বাচন ঘনিয়ে এলে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার উপজাতিরা কেবল আশ্বাসের সুমধুর বাণী শুনতে পায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছ থেকে। কিন্তু ভোট পর্ব সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলের নেতারা উধাও হয়ে যায়। অথচ উপজাতি গিরিবাসীরা চাতক পাখির মতো বসে থাকে তাদের প্রাপ্যটা পাওয়ার জন্য। তাই গিরিবাসীরাও নেতাদের কাছে যায় না। তারা বর্তমানে তিতি বিরক্ত হয়ে আছে বঞ্চনার গ্লানি সহ্য করতে করতে। এমনই এক বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীনে স্থানীয় ৩৬মাইল এলাকায়। এই এলাকার বঞ্চিত অরুণ দেববর্মার সাথে কথা হচ্ছিল সরকারি সুযোগ সুবিধার পাওয়ার বিষয় নিয়ে। তিনি করুণ স্বরে জানালেন, বাম আমলে একটি সরকারি ঘর পাওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে ছিলেন বহুবার। কিন্তু ওই সময় পাননি সরকারি ঘর। রাম আমলেও একই দাবি জানিয়ে ছিলেন স্থানীয় ও ব্লক প্রশাসনের কাছে। কিন্তু কাজ হয়নি বলে জানান অরুণ দেববর্মা। উপরন্ত এডিসি তিপ্রা মথার দখলে যায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিগত কয়েক মাস পূর্বে। ওই সময় ও তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বরাও অরুণ দেববর্মাকে আশ্বাস দিয়েছিল সরকারি ঘর দেওয়ার ব্যাপারে। এডিসি ভোট পর্ব শেষ হয়ে ৮ মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও ৩৬ মাইল এলাকার বাসিন্দা দরিদ্র অরুণ দেববর্মার কপালে জোটল না সরকারি ঘর। যদিও অরুণ দেববর্মা বর্তমানে তার নিজ কুঁড়েঘরেই দিন গুজরান করছেন।

তাকমা এডিসি ভিলিজে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মিলছে প্লাস্টিকের চাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। তাকমা এডিসি ভিলেজের রবীন্দ্র দেববর্মা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শিশুদের প্লাস্টিকের চাউল দেওয়া হচ্ছেয় বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। ঘটনার বিবরনে জানা যায় ,শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত তাকমা এডিসি ভিলেজের রবীন্দ্র দেববর্মা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শিশুদের প্লাস্টিকের চাউল দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ এনে শিশুদের অভিবাবকরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। শিশুদের অভিবভাবকরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে দেওয়া চাউল গুলি প্লাস্টিকের বলে অভিযোগ করেন। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সত্যতা জাচাই করতে ও শিশুদেরগুনগতমানের খাবার প্রদানে দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বড়দিনের আনন্দে মাতোয়ারা দর্শনার্থীদের ভীড় মরিয়মনগর চার্চে। শনিবার রাতে তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।